মরা মেম।

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য-প্রণীত।

কলিকাতা, ৫৭।১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে
এন্, কে, শীল এণ্ড এস্, কে, শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বাণীপ্রেস;
৬৩ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১২ সাল।

মরা মেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পথের খবর।

আষাঢ় মাসের রথের দিন,—বৈকালে টীপ্ টীপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বর্ষাবারি সমাচ্ছন্ন প্রকৃতির নিস্তব্ধ হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করিবার জন্য জগন্নাথের ঘাটে খোল করতাল ও কাউরে ঢোলের আওয়াজ উত্থিত হইতেছিল। ছাতি মাথায় দিয়া দলে দলে ছেলেপুলে এবং অগণ্য দর্শকবৃন্দ গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিতেছিল। বৃষ্টি অতিশয় মন্দীভূত;— নীহারকণার ন্যায় দিকে দিকে আপতিত হইতেছিল।

ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী দ্বিজপদ বাবু একটা ছত্র মস্তকে দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে সাধারণ ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদ। তাঁহার সম্মুখে, আশে পাশে, বহুলোক গমনাগমন করিতেছিল এবং রথতলা হইতে প্রত্যাগত ছেলেগুলা পাশ কাটাইয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে ছুটিতেছিল।

একদল লোক যাহা গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল, দ্বিজপদ বাবু তাহার কিয়দংশ শুনিতে পাইয়া তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবার জন্য তাহাদিগের নিকট কৌতূহল জানাইলে, তাহার মধ্য হইতে একজন যাহা বলিয়াছিলেন, এবং সে সম্বন্ধে দ্বিজপদ বাবুর সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ,—

পথিক বলিলেন,—"আমি নিজে চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি মহাশয়, অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।"

দ্বি। আপনি যখন নিজে দেখিয়া আসিয়াছেন, বলিতেছেন, তখন অবিশ্বাস করিতেছি না, তবে এরূপ একটা ঘটনা ঘটিলে এতক্ষণ সহরে হুলস্থূল বাধিয়া যাইত। পুলিস-কর্ম্মচারীদিগের অনুসন্ধান আরম্ভ হইত।

প। সেরূপ হইয়াছে কি না, তাহাই বা আপনি জানিলেন কি প্রকারে? আপনাকে আমাকে বলিয়া ত আর পুলিস অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে না।

দ্বি। তা বটে। তবে বিশেষভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে আমার শুনিতে পাইবার কোন কারণ আছে বলিয়া বলিতেছি।

প। তবে কি আপনি পুলিস-কর্ম্মচারী?

দ্বি। হই না হই,—তবে সংবাদ রাখি বটে।

প। যদি সে সকল সংবাদ রাখেন, তবে এ সংবাদ কেন পান নাই, বুঝিতে পারিলাম না। আমি এই আফিস হইতে আসিবার সময় নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। এখন সে মৃতদেহ সেইখানেই পড়িয়া আছে। আহা, কি সুন্দর চেহারা,—মরিয়াছে, তবু যেন রূপ উথলিয়া পড়িতেছে।

দ্বি। সেখানে কত জন পুলিস? অনেক লোকজন দেখিয়াছেন কি?

প। অনেক লোক।

দ্বি। সবই কি বাঙ্গালী?

প। বাঙ্গালী ইংরেজ—সব রকমই আছে। তবে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। সাহেব চারি পাঁচজনের অধিক হইবে না।

দ্বি। পুলিসের লোক আছে?

প। ওমা, তা আবার নাই! পাহারাওয়ালা, সার্জ্জন, দারোগা প্রভৃতি অনেক জুটিয়াছে।

দ্বি। আপনি কতক্ষণের কথা বলিতেছেন?

প। প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা হইতে পারে।

দ্বি। আপনি বলিতেছিলেন, আফিস হইতে আসিবার সময় আপনি তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন,—তখন বেলা বোধ হয় দু'টা হইতে পারে। চারি পাঁচ ঘণ্টা আগে হইলে,—সে বোধ হয়, ১টা কি দুইটার সময় কিন্তু একটা কি দুইটা বেলার সময় আপনি আফিস হইতে বাটী আসিতেছিলেন কি? আপনাদের আফিস কি ঐ সময় বন্ধ হয়?

প। সকল দিন অবশ্য ঐ সময় আফিস বন্ধ হয় না। আমি মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ করি। রথের দিনও আমাদের পুরা দিনটা বন্ধ নহে। ১টা পর্য্যন্ত সকলকেই কাজ করিতে হইয়াছে। তার পরে রথের ছুটি। তাই আজ ঐ সময় ফিরিয়াছিলাম।

দ্বি। আপনি কি নিজে দেখিয়া আসিয়াছেন,—ঐ মৃতদেহ ইংরাজ-মহিলার?

প। হাঁ মহাশয়! আমি নিজে দেখিয়া আসিয়াছি,—ঐ মৃতদেহ ইংরাজ-মহিলার।

দ্বি। কত বর্ষ বয়স্কা ইংরাজ-মহিলার মৃতদেহ বলিয়া আপনার অনুমান হইয়াছে?

প। যুবতীর।

দ্বি। মহিলাটি ভদ্রঘরের বলিয়া বোধ করিয়াছেন কি?

প। হাঁ,—খুব সুন্দরী। পোষাক-পরিচ্ছদও উৎকৃষ্ট।

দ্বি। কিরূপে নিহত হইয়াছে বলিয়া আপনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন?

প। আমি আর কি অনুমান করিতে পারিব বলুন? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিতেছে, তাই শুনিতে শুনিতে চলিয়া আসিয়াছি।

তৎসম্বন্ধে আর কোনও বিশেষ সংবাদ জানিতে না পারিয়া দ্বিজপদ বাবু তথা হইতে গন্তব্যস্থানাভিমুখে গমন করিলেন, যাঁহারা ঐ গল্প করিতে করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহারা ঐ গল্পের ঐ স্থলেই উপসংহার করিয়া গল্পান্তরের উত্থাপন ও আন্দোলন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুলিসের পরামর্শ।

কথাটা এই,—ডিটেক্‌টিভ পুলিসের দারোগা দ্বিজপদ বাবু রথতলাভিমুখে গমন করিতে করিতে রথের বাজার হইতে প্রত্যাগত একটি ভদ্রলোকের মুখে শুনিতে পাইলেন, ভবানী-পুরের একটা পুকুরের তীরে একটি সুন্দরী মরা মেম দেখিয়া আসিয়াছেন। মেম সাহেব ঐ পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন, বলিয়াই সকলে অনুমান করিতেছেন; কিন্তু মৃতদেহ সেই জলে ভাসিতে দেখে নাই—পুকুরের রাণাকোলেই উহা অবস্থিত ছিল।

দ্বিজপদ বাবু সেই কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে রথের বাজার দর্শনাভিলাষে গমন করিতেছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে তাঁহার মনে কেমন একটা কৌতূহল হইয়া গেল যে, তিনি একবার সেই ঘটনাস্থলে গিয়া ব্যাপারটা কি দেখিয়া আসেন। মনের কৌতূহল নিবারণে অক্ষম হইলেন না, ষ্ট্রাণ্ডরোডে পঁহুছাইয়া একখানা ট্রামগাড়ী পাইয়া তাহাতে চাপিয়া বসিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একবার গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া তৎপরে ভবানীপুরের সেই কথিত পুষ্করিণীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানী-

পুরের যেস্থানে ট্রামওয়ে ডিপো ছিল, তাহারই পূর্ব্বাংশে এই পুষ্করিণী অবস্থিত। পুষ্করিণীর চারিধারে লৌহতারের বেড়া। বেড়ার মধ্যে বহুবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ রোপিত—মধ্যস্থলে সেই পুষ্করিণী! পুষ্করিণীর নীল জল কুলপ্লাবিত।

দ্বিজপদ বাবু যখন সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাহা জনতাশূন্য—কেবল একটা দ্বারের নিকট একজন পাহারা দাঁড়াইয়া ছিল। দ্বিজপদ বাবু তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই পুকুরের জলে না কি একটি মেম সাহেব ডুবিয়া মরিয়াছে?"

পাহারাওয়ালা দ্বিজপদ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া এক সেলাম করিল,—সে তাঁহাকে চিনিত। বলিল,—"হুজুর, আপনি কি সে সংবাদ এখনও পান নাই?"

দ্বি। না, আমি তৎসম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ এখনও কিছু পাই নাই। তবে পথে গল্প শুনিয়া আসিতেছি।

পা। সত্যই এখানে একজন মেম সাহেবের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

দ্বি। আমাদের আফিসের কেহ আসিয়াছিলেন কি?

পা। হাঁ, বড় সাহেব পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

দ্বি। ঐ ইংরেজ-মহিলা আত্মহত্যা করিয়াছেন কি ডুবিয়া মরিয়াছেন, অথবা কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন?

পা। তাহা আমি ভালরূপে শুনিতে পাই নাই। তবে অনেকেই আত্মহত্যা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু বড় সাহেবের যেন সে মত নহে।

দ্বি। তিনি কি বলেন ?

পা। দারোগা বাবুর নিকটে শুনিলাম, তিনি বলেন,—কেহ হত্যা করিয়া এখানে ফেলিয়া দিয়া থাকিবে।

দ্বি। মৃতদেহ অবশ্যই পরীক্ষার্থে পাঠান হইয়াছে ?

পা। আজ্ঞা হাঁ।

দ্বি। মৃতদেহ কাহার, তাহার কোন সন্ধান হইয়াছে কি ?

পা। আজ্ঞে না, তাহা হয় নাই।

দ্বিজপদ বাবু তথা হইতে ফিরিয়া ট্রামে উঠিয়া বাসায় যাইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু ঘটনাটার অবস্থা ভাল করিয়া না জানিয়া যাইতে যেন তাঁহার মন সরিল না,—হৃদয়ের কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না। তিনি পদব্রজেই পুলিসআফিস অভিমুখে গমন করিলেন।

আফিসে পঁহুছিয়া দেখিলেন, বড় সাহেব এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী একত্রে উপবেশন করিয়া কথোপ-কথন করিতেছেন। দ্বিজপদ বাবু বুঝিলেন, কথা ঐ ইংরেজ-মহিলার মৃতদেহ লইয়াই হইতেছিল।

দ্বিজপদ বাবুর অনুসন্ধান-কার্য্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি ছিল, সহসা তাঁহার আগমনে সাহেবগণ আনন্দিত হইলেন, এবং বসিতে অনুমতি করিয়া সহসা তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"একটী ইংরেজ-মহিলার মৃতদেহ ভবানীপুর পুষ্করিণীর তীরে পাওয়া গিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া আমি তাহা দর্শন করিবার মানসে তথায় গমন করি। কিন্তু সেখানে গিয়া ঐ সম্বন্ধে কিছুই দর্শন বা শ্রবণ করিতে না

পাইয়া আফিসে আসিয়াছি। ভরসা, আমি উহা অবগত হইতে পারিব।”

বড় সাহেব প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—“আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। অনুসন্ধান কার্য্যে তোমার যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি আছে। এই মৃতদেহ সম্বন্ধে তোমার মত জানিতে আমারও বাসনা হইতেছে এবং আমরা সকলে বসিয়া ঐ বিষয়েরই আলোচনা করিতেছি।”

দ্বিজপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ঐ মৃতদেহ যাঁহার, সেই ইংরেজ-মহিলা কে, তাহার কি কোন অনুসন্ধান হইয়াছে?”

সা। না। অনুসন্ধান সামান্যভাবে অবশ্যই করা হইয়াছিল, কিন্তু সেই মৃতদেহ কাহার, তাহা কেহই চিনিতে পারে নাই।

দ্বি। ইহা আশ্চর্য্যের কথা! একটি ইংরেজ-রমণীর মৃতঃদেহ—সেই রমণী কে, কেহ তাহা চিনিতে পারিল না! এই কলিকাতা সহরে এত অধিক ইংরেজের বাস নহে যে, সমস্ত দিনেও একটা গোলযোগ হইল না যে, অমুক বাড়ীর অমুক রমণী আত্মহত্যা করিয়াছে বা মরিয়াছে।

সা। নিশ্চয়ই উহা আশ্চর্য্য কথা, এবং এইজন্যই আমার বোধ হইতেছে, কোন পরিবারে এই রমণী বসতি করিত, এবং পাপকার্য্যে পরিলিপ্ত হইত, হয় ত ইহার স্বামী বা পিতা কিম্বা ভ্রাতা সেই পাপ সহ্য করিতে না পারিয়া গোপনে ইহাকে হত্যা করিয়া ঐ স্থানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে এবং উহার কার্য্য সম্পূর্ণভাবে গোপন করিয়া যাইতেছে।

দ্বি। সাহেব সমাজে বা সাহেব পরিবারের মধ্য হইতে যদি ঐরূপ হইয়া থাকে, তবে তাহার সন্ধান করা কঠিন হইবে।

সা। কেন?

দ্বি। সাহেবসমাজ প্রায়ই শিক্ষিত। শিক্ষিতসমাজে পাপ করিলে বিশিষ্টরূপ আবরণাচ্ছাদনেই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে, অতএব তাহার সন্ধানপথও বিশেষ অসুবিধাজনক।

সা। সে কথা ঠিক। কিন্তু একটি ইংরেজমহিলার এরূপ অপঘাত বা আশ্চর্য্যজনক মৃত্যুর যদি তদন্ত বা হত্যারহস্যের আবিষ্কার না হয়, তবে কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না।

দ্বি। কোন্ সূত্র ধরিয়া ইহার তদন্ত আরম্ভ করা হইবে, মনে করিয়াছেন?

সা। সেই বিষয়ের আলোচনাতেই আমরা লিপ্ত ছিলাম।

দ্বি আলোচনার ফলে কি স্থির হইল?

সা। কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা অধিকক্ষণও এ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি নাই। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।

দ্বি। ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত হইতে পারি নাই, আপনি নিজে কি সেস্থানে গমন করিয়াছিলেন?

সা। হাঁ, আমি নিজে গিয়াছিলাম।

দ্বি। ঘটনাস্থলের কথা আমি আগে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

কোন্ কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ কর, তাহা বল—আমি সে সকল বিষয়ে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিব।

দ্বি। আপনি ঘটনাস্থলে কখন্ পঁহুছিয়াছিলেন?

সা। প্রথমে একজন পাহারাওয়ালা দেখিতে পায় যে,

ঐ পুকুরের জলের কিনারায় একটি মরা মেম পড়িয়া আছে, সে তাড়াতাড়ি তাহার জুড়িদারকে ঐ কথা থানায় জানাইবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। থানার দারোগা ঐ সংবাদ পাইবামাত্র আমাকে টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রদান করতঃ ঘটনাস্থলে গমন করেন। আমিও সংবাদ পাইবামাত্র তথায় যাই।

দ্বি। তখন বেলা কত ?

সা। বারটার কিছু অধিক হইবে।

দ্বি। দিনমান বারটার সময় কেহ ঐ রমণীকে হত্যা করিয়া পুকুরের জলে কি প্রকারে ফেলিয়া দিয়া যাইবে ? রাত্রিশেষে ফেলিয়া দিয়া গেলে কি অত বেলার মধ্যে আর কেহ ঐ শবদেহ দেখিতে পাইত না ?

সা। সে অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কেহ যে ঐ মৃতদেহ ইতিপূর্ব্বে সেখানে দেখিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, বা কেহ স্বীকার করে নাই।

দ্বি। ঐ পুকুরটি কাহাদের ?

সা। পুকুরটি কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে, উহা মিউনিসিপ্যালিটির

দ্বি। সেখানে কি কোন নির্দ্দিষ্ট প্রহরী থাকে ?

সা। না। পাহারাওয়ালারাই মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাকে।

দ্বি। সেখানে বোধ হয় রাত্রিবাস করিবার উপযুক্ত কোন গৃহাদি নাই ?

সা। না।

দ্বি। ভাল, আপনি নিজে সে শবদেহ দর্শন করিয়াছিলেন ?

সা। হাঁ, করিয়াছি।

দ্বি। শেষ রাত্রে ঐ মৃতদেহ পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়া গেলে, বেলা বারটার সময় তাহা যেরূপ বিকৃত হইবার সম্ভব. সেরূপ ভাবে বিকৃত হইয়াছিল বলিয়া কি মনে করিতে পারিয়াছিলেন ?

সা। না।

দ্বি। কিরূপ অবস্থা ছিল ?

সা। বড় জোর দুই এক ঘণ্টা আগে মৃত্যু হইয়াছিল, বলিয়াই আমি অনুমান করিয়াছি। কেন না, আমি যখন দেখিয়াছি—তখন শবটি ভাল অবস্থাতেই ছিল, তখনও কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই।

দ্বি। আপনি বলিয়াছেন, ঐ রমণীর মৃতদেহ পুকুরের কিনারায় ছিল, কিন্তু কিনারায় থাকিয়া রমণীর মৃত্যু সম্ভাবনা কিসে স্থির করিয়াছেন ? জলে ডুবিয়া মরার সম্ভাবনা নাই ?

সা। নিশ্চয়ই নাই। জলে ডুবিয়া মরিলে জলেই ভাসিত। বিশেষতঃ, ইংরেজমহিলা জলে কিজন্য যাইবে।

দ্বি। তবে কি কেহ হত্যা করিয়া ঐ স্থানে রাখিয়া গিয়াছে ?

সা। তাহা হইতে পারে।

দ্বি। গাত্রে কোনরূপ ক্ষতচিহ্ন দেখিয়াছেন কি ?

সা। না, তাহা কিছুই দেখি নাই।

দ্বি। মৃত্যুর কারণ কি, কোনরূপে তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছেন কি ?

সা। না, কিছুই অনুমান করিতে পারি নাই।

দ্বি। রমণীর মৃতদেহের কোনরূপ প্রতিকৃতি রাখা হইয়াছে কি ?

সা। হাঁ, ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে।

দ্বি। মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া গিয়া ফটো লওয়া হইয়াছে, না, যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেইরূপ অবস্থায় সেই স্থান হইতেই ফটো তোলা হইয়াছে?

সা। হাঁ, সেইস্থান হইতেই ফটো লওয়া হইয়াছে। আমি অবশ্য সে কথা ভালরূপেই অবগত আছি যে, শব তুলিয়া লইয়া গিয়া, অন্যত্র ফটো তুলিলে, তাহার যথার্থ প্রতিকৃতি পাওয়া যায় না।

দ্বি। আরও একটা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে।

সা। কি?

দ্বি। মরণকালে মানুষের মনের ভাব মুখে ফুটিয়া থাকে। যে যেমন অবস্থায় মরে,—পাপ, পুণ্য, যন্ত্রণা, ক্লেশ, সুখ, স্বচ্ছন্দ মরণকালে মানুষের প্রাণের ছবি মুখে প্রকাশ পায়। মৃত্যু অন্তে মরণের শয্যায় শবকে কোনপ্রকার না নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার মুখ দেখিলে, বা মুখের ছবি লইলে, সে মুখ দেখিয়া মরণের অবস্থা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। শব নাড়িয়া চাড়িয়া অন্য অবস্থায় ফটো তুলিলে সে ভাব আর থাকে না।

সা। হাঁ, তাহাও আমি অবগত ছিলাম। সেই জন্যই মৃত দেহের প্রতিকৃতি তদবস্থাতেই তোলান হইয়াছে।

দ্বি। সে ছবি আপনার নিকট আছে?

সা। যিনি ফটো তুলিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য তখনও শেষ না হওয়ায় উহার কাচখানি লইয়া তিনি তাঁহার কার্য্যালয়ে চলিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণ বোধ হয়, তাঁহার কার্য্য সমাধা হইয়া থাকিবে।

দ্বি। তাঁহার অফিসের ঠিকানা কোথায়?

সা। চৌরঙ্গি। বলা বাহুল্য, তাহা ইংরেজ কোম্পানীর দোকানেই দেওয়া হইয়াছে, এবং বিখ্যাত একজন ইংরেজ ফটো-গ্রাফারকেই ঐ কার্য্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল।

দ্বি। হাঁ, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। এখন একবার ঐ রমণীর ফটোখানি দেখিতে পাইলে, রমণীর মৃত্যুর অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে পারিতাম।

সা। তদ্ভিন্ন আরও এক উপায় আছে।

দ্বি। সে উপায় কি?

সা। করোণারের পরীক্ষা।

দ্বি। তাহাতে মৃত্যুর অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তকরণোপযোগী কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহারা হয়ত বলিয়া পাঠাইবেন, উদরে অধিক জল প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যু হইয়াছে, আর না হয়, উদরে উদ্ভিজ্জ বিষ প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। কিন্তু সে অন্ধকার—অন্ধকারেরই বিকাশ। তবে কিসে মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই একটু বুঝা যায় মাত্র।

সা। তবে কি সেই ফটো দেখিবার প্রয়োজন বোধ কর?

দ্বি। দেখিতে পাইলে হইত।

সা। তবে না হয় একবার তাঁহাদের অফিসে চল।

দ্বি। তাই চলুন।

তখনই গাড়ী প্রস্তত হইল। তিন চারিজন পুলিস কর্ম্মচারী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, গাড়ী ছুটিয়া চৌরঙ্গী অভিমুখে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফটোগ্রাফ।

প্রায় অর্দ্ধ ডজন পুলিস কর্ম্মচারী এণ্ড্রু এণ্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানীর ফটোগ্রাফি অফিসের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

তখন দিবা প্রায় অবসান হইয়া উঠিয়াছে। অন্য দিবস এতক্ষণ কোন্‌কালে অফিস বন্ধ হইয়া যাইত, অফিসের কর্ম্মচারী-গণ কোন্‌কালে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিত, কিন্তু পুলিসের ঐ ফটোগ্রাফখানির কার্য্য শেষ করিয়া দিবার জন্য অদ্য এখনও অফিসের কার্য্য চলিতেছিল। তবে কেরাণিকুল যথাসময়েই চলিয়া গিয়াছেন। যাহারা শিল্পী, যাহারা "হাতে কলমে" কার্য্য করিবে, তাহারাই, এবং কয়েকজন সাধারণ ভৃত্য মাত্র তখনও অফিসে ছিল। এতক্ষণে কার্য্য পরিসমাপ্তি হইয়াছে, ম্যানেজার তখন তাহাদিগের নিকট হইতে কার্য্য বুঝিয়া লইতেছিলেন।

অফিসগৃহে পুলিস কর্ম্মচারীগণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ম্যানেজার সাহেব তাঁহাদিগের আগমনের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং যথাযোগ্য অভ্যর্থনাদি করিয়া উপবেশন করাইলেন।

পুলিসের সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে ফটোখানা প্রস্তুত করা সমাধা হইয়াছে?"

ম্যানেজার সাহেব বলিলেন,—"হাঁ, এখনই আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ম্যানেজার সাহেব উঠিয়া গেলেন, এবং অনতিকাল-বিলম্বে তিনখানি ক্যাবিনেট সাইজের ফটোকার্ড আনিয়া পুলিশ সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন।

পুলিস সাহেব ঐ তিনখানি হাতে লইয়াই তাহার একখানি অপর একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর হস্তে এবং অপর আর একখানি দ্বিজপদ বাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

দ্বিজপদ বাবু ফটোখানি হস্তে করিবার পূর্ব্ব হইতে অফিস-গৃহ-দেওয়ালে প্রলম্বিত কয়েকখানি ছবির প্রতি স্থিরদৃষ্টে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সেই কয়খানি ফটো একই রমণীর, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তোলা।

যখন সাহেব তাঁহার হাতে মৃত রমণীর ফটো প্রদান করিলেন, তখন তিনি তাঁহার বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি সেই ফটোখানির উপর সংলগ্ন করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ম্যানেজার সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়; আপনার গৃহ-দেওয়ালে লম্বিত ঐ যে রমণীর বিভিন্নপ্রকারের ফটো দেখিতে পাইতেছি, ঐ ফটোগুলি কি আপনাদের এখানকার তোলা; না—ঐ চিত্র আপ-নারা কোথা হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন?"

ম্যানেজার সাহেব মৃদু হাসিয়া দ্বিজপদ বাবুর প্রদর্শিত নির্দ্দিষ্ট ফটো কয়খানির দিকে একটু দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বাজারের ফটো আমরা আমাদের অফিসগৃহে টাঙ্গাই না, উহা আমাদের এই স্থানেই তোলা।"

দ্বি। তাহা হইলে বোধ হয়, আপনি ঐ সুন্দরী রমণীর ঠিকানা আদিও অবগত থাকিতে পারেন?

সা। যদি যথার্থ ঠিকানা লিখাইয়া থাকেন, তবে ঠিকানা আমাদের অফিসের রসিদ বহিতেই আছে, এবং সহজেই তাহা পাইতে পারিবেন।

দ্বি। একবার অনুগ্রহ করিয়া তাহা দেখুন দেখি।

সা। কেরাণি বাবুরা আজি চলিয়া গিয়াছেন,—বিশেষতঃ ঐ ফটো দুই এক দিনের তোলা নহে, সম্ভবতঃ তিন চারি বৎসরের আগেকার তোলা। অনেক কাগজ ঘাঁটিয়া তবে ঐ রসিদ বাহির করিতে হইবে।

দ্বি। আপনি একটু অনুগ্রহ করিয়া আগামী কল্য আপনার কেরাণীগণ আফিসে আসিলে ঐ রসিদ খুঁজিয়া রাখিবেন। বলা বাহুল্য, উহা গভর্ণমেণ্টের কাজের জন্যই প্রয়োজন হইয়াছে।

সা। আমি তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছি,—কিন্তু ঐ সুন্দরী রমণীর ফটো—আপনি যে কোন ফটোগ্রাফার্স অফিসে, যে কোন চিত্রশালায় গমন করিবেন—ঐ রমণীর ফটো অথবা অঙ্কিত ছবি দেখিতে পাইবেন। ঐ রমণী চিত্রকরদিগের আদর্শ ছিলেন। প্রভূত অর্থ দিয়া চিত্রকরগণ ঐ রমণীকে লইয়া আপন আপন ইচ্ছার অনুরূপ ঐ সুন্দরী রমণীর আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইত। আমাদের অফিসে ঐ যে নানা ভাবের চিত্র, নানা রকমের একই রমণীর ফটো ছবি দেখিতেছেন, উহাও অবশ্য চিত্রকরগণের অর্থ ও যত্ন দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ রমণী ঐ ব্যবসায়ের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। উহাকে চিত্রকর মাত্রেই চিনিত।

দ্বি। আমার হাতের ফটোর রমণী, আর ঐ রমণী এক কি না?

সা। হাঁ,—নাক মুখ চোক—চেহারা সবই এক। কিন্তু আপনার হাতের ফটোতে আর দেওয়াল লম্বিত ফটোতে একটু বিশেষ পার্থক্য আছে।

দ্বি। সে পার্থক্য কি?

সা। সে পার্থক্য আপনি বুঝিবেন কি না, জানি না। জগতে দুইখানি মুখ একই প্রকারের অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু মানসিকভাব স্বতন্ত্র বলিয়া কোথাও যোড়া মিলে না।

দ্বি। আপনি বলিতে চাহেন, আমার হাতের চিত্র আর দেওয়াল বিলম্বিত চিত্রের মানসিক গতি বিভিন্ন?

সা। হাঁ, কথা তাই বটে। কিন্তু সে পার্থক্য বড় কঠোর পার্থক্য। সে কবি আর চিত্রকরে চিনিতে পারে,—অন্যে ভিন্ন মানুষ বুঝে। সেটাকে দার্শনিক কথায় সহজ সংস্কার বলে।

দ্বি। অত বুঝিলাম না—ফলকথা, এই দুই চেহারা এক বলিয়া বোধ হয় কি না?

সা। বোধ হইতে পারে, সন্ধানও করিতে পারেন,—কিন্তু এক বলিয়া সাক্ষ্য দিতে পারি না।

দ্বি। কেন?

সা। যে ছবি আমাদের গৃহে লম্বিত, তাহার মুখের হাসি, আর আপনার হাতের ছবির মুখের হাসি আসমানজমিন ফারাক। এ মুখের ভাব, আর ও মুখের ভাব খুব তফাৎ। যাহাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে, তাহাও খুব বিভিন্ন। একই মানুষের এমন দুইটি অবস্থা হইতে পারে না। নূতন জীবন লাভ করিলে,

এক আত্মার এমন বিকাশের সম্ভাবনা হইতে পারে, কিন্তু এক জীবনে এমন হয় না। তবে তেলাপোকা কাচ পোকা হইয়া যায়,—মানুষের যদি এমন পরিবর্ত্তন কিছুতে সম্ভাব্য হয়, তবে ঐ মানুষ এ মানুষ হইতে পারে।

দ্বি। আমি আপনার অত কথা বুঝিতে পারিলাম না।

সা। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, কবি বা চিত্রশিল্পী না হইলে এতটা অপরে বুঝিবে না। আপনার হাতে যে ফটো, তাহার একখানি সুন্দর চিত্র একটু আগে আমাদের হস্তগত হইয়াছে; আর আমাদের গৃহলম্বিত ফটোর অনেকগুলি চিত্র পূর্ব্ব হইতে আমাদের অফিসে সংগৃহীত আছে, মিলাইয়া দেখুন, ঐ দুই-খানি স্থূলচিত্র বলিয়া অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

আগ্রহের সহিত দ্বিজপদ বাবু উহা দেখিতে চাহিলেন। সাহেব কর্ম্মচারীগণও অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ম্যানেজার সাহেব ঐ দুইখানি তৈলচিত্র আনিয়া দেখাইবার জন্য জনৈক কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ম্মচারী আদেশ প্রতিপালন করিল। সে, সেই দুইখানি চিত্র আনিয়া, টেবিলের উপরে সংস্থাপন করিল।

চিত্র দুইখানি টেবিলের উপরে সংস্থাপিত হইবামাত্র পুলিস কর্ম্মচারী সকলের মস্তক আসিয়া সেই চিত্রদ্বয়ের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। অফিসের ম্যানেজার সাহেবেরও মস্তক তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নীরবে ছবির দিকে তাকাইয়া কাটাইয়া দিলেন। তারপরে ম্যানেজার সাহেব বলিলেন,—"দুইখানি ছবিই কি একজনের বলিয়া মনে হয়?"

দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"ছবি একজনেরই, তবে আন্তরিক অবস্থা যেন পৃথক্ পৃথক্। মুখের ও সর্ব্বাঙ্গের ভঙ্গী যেন সম্পূর্ণ পৃথক্।"

সা। ইহাতে উভয়কে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। তবে একজনের যে এরূপ অবস্থা হইতে পারে না, তাহাও বলিতে পারি না।

দ্বি। এরূপ অবস্থা কি প্রকারে হয়?

সা। একটি মানুষ দস্যুবৃত্তি করে, তাহার তখনকার ছবি, আর সে যদি যথার্থ সাধু হইয়া ঈশ্বরগতপ্রাণ হয়, তবে তাহার তখনকার ছবিতে এইরূপ পার্থক্য ঘটে।

দ্বি। এই রমণীর জীবনে তেমন ঘটনাও ত ঘটিয়া থাকিতে পারে?

সা। অসম্ভব নহে।

দ্বি। আপনি ইহার কোন্ সময়কার চিত্রের ভাব কিরূপ মনে করেন?

সা। আগেকার যে চিত্র, তাহা বিলাসের উদ্দাম ভাব, আর অদ্যকার চিত্রখানিতে স্থির প্রেমের শান্ত ও মধুর ভাব। আগেকার চিত্রে বিলাসের—সুখের—ইন্দ্রিয়ের সজীবতা সংরক্ষিত, আর এখনকার চিত্রে সে সকল স্থির—যেন কোন্ নব আশায় প্রধাবিত। যেন রমণীর প্রাণ কোন্ অজানা জগতের প্রান্ত-দেশচারিণী।

দ্বি। মৃত্যু অন্তে যে ফটোচিত্র লইয়া আমাদিগকে আঁকিয়া দিলেন, তাহার সহিত, আর আপনাদের অদ্যকার ক্রীত ছবিতে কি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত আছে?

সা। অবিকল।

দ্বি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুদিন হইতে রমণীর এই ভাব হইয়াছিল?

সা। হাঁ।

দ্বি। পূর্ব্বকার ছবি দেখিয়া রমণীকে কিরূপ চরিত্রের মানুষ বলিয়া বোধ হয়?

সা। তাহা স্থির করা কঠিন। তবে যেরূপ স্থির করা যায়, তাহা আপনাকে আগেই বলিয়াছি।

দ্বি। আপনি অদ্য ছবিখানি কোন্ ঠিকানা হইতে ক্রয় করিয়াছেন?

সা। আমাদের এখানে আসিয়া একটী স্ত্রীলোক বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন?

দ্বি। তিনি কি ইংরেজ-মহিলা?

সা। হাঁ।

দ্বি। তাঁহার ঠিকানা অবশ্যই আপনার নিকট লেখা আছে?

সা। তা আছে বৈ কি!

দ্বি। অদ্য যখন উহা ক্রীত হইয়াছে, তখন সে কাগজখানি বোধ হয়, আপনি এখনই দেখিয়া বলিয়া দিতে পারিবেন?

সা। না। কেরাণি বাবুরা উপস্থিত না থাকিলে লেখাপড়ার কোন কাজই হইতে পারে না। যদি ঐ সকল বিষয় জানিবার আপনার প্রয়োজন হয়, আগামী কল্য বারটার সময়ে আসিবেন। যথাসাধ্য আপনার সহায়তা করে আমি উহার চেষ্টা-চরিত্র করিব।

তখন পুলিসের বড় সাহেব ঐ সকল কাগজপত্র দেখিয়া

জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সন্ধান দিতে এবং যে কোন প্রকারে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা করিতে ম্যানেজার সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পুলিস কর্ম্মচারীগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাহিরে তাঁহদিগের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, সকলে তাহাতে আরোহণ করিলে গাড়ী যথাস্থানাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে পুলিসের বড় সাহেব দ্বিজপদ বাবুকে বলিলেন,—"কিরূপ বোধ হইতেছে ?"

দ্বি। আমার বোধ হয়, সন্ধান হইতে পারিবে।

সা। তাহা হইলে মান থাকে। এই মোকদ্দমার তদন্তের ভার তোমার উপরেই অর্পিত হইল।

দ্বি। তাহাতে আমার আপত্তি নাই, তবে মোকদ্দমাটি ইংরেজ-সমাজ লইয়া। আমি বাঙ্গালী মানুষ;—পুলিসের লোক হইলেও ইংরেজ-মহলে ততটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিব না। আর একজন সুদক্ষ ইংরেজ-কর্ম্মচারীও আমার সহিত তদন্তে যোগদান করিলে সুবিধা হইতে পারে।

তখন পুলিসের বড় সাহেব পার্শ্বস্থ একজন ইংরেজ দারোগাকে দ্বিজপদ বাবুর সঙ্গে একত্রে ঐ মোকদ্দমার তদন্তকার্য্য সম্পন্ন করিতে অনুমতি করিলেন। গাড়ী ততক্ষণ পুলিস অফিসের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যারাক।

তৎপর দিবস বেলা বারটার সময় ইংরেজ-দারোগা জন্ সাহেব ও বাঙ্গালী দারোগা দ্বিজপদ বাবু উভয়ে গিয়া পূর্ব্বদিনের কথিত মতে ফটোগ্রাফি অফিসে উপস্থিত হইলেন।

ম্যানেজার সাহেব তাঁহাদিগকে আদর-আপ্যায়িত করিয়া উপবেশন করাইলেন, এবং একজন কেরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কল্য বৈকালে যে তৈলচিত্রখানি ক্রয় করা হইয়াছে, উহা কে বেচিয়া গিয়াছে, দেখিয়া বলিয়া দাও।"

কেরাণী একখানা খাতা উল্টাইয়া বলিলেন,—"মিস্ এলিজা!"

দ্বিজপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাঁহার ঠিকানা কোথায়?"

কে। * নং পার্ক ষ্ট্রীট।

দ্বি। কত মূল্যে ঐ চিত্রখানি বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন?

কে। আশি টাকা।

ম্যানেজার সাহেব দ্বিজপদ বাবুর নিকটেই বসিয়াছিলেন। দ্বিজপদ বাবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"চিত্রখানির ন্যায্যমূল্য কি যথার্থই আশি টাকা?"

সা। না, উহার ন্যায্যমূল্য তিন শত টাকা হইতে পারে।

দ্বি। আপনারা এত কম মূল্যে উহা কেন ক্রয় করিলেন?

সা। আমরা ঐরূপ অল্প মূল্যেই চিত্র ক্রয় করিয়া থাকি; অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া, অধিক মূল্যে বিক্রয় করি। অল্প মূল্যে না পাইলে আমরা বাহিরের চিত্রকরের চিত্র ক্রয় করি না।

দ্বি। চিত্রখানি আমাকে কয়েকদিনের জন্য দিতে হইবে।

সা। হয় ত এখন ঐ চিত্রখানি আমরা ন্যায্য মূল্যেরও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব, কিন্তু এখন উহা অফিসে না থাকিলে কি প্রকারে বিক্রয় হইতে পারিবে?

দ্বি। এখন কি প্রকারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে?

সা। এখন এই মৃত রমণীর কাহিনী লইয়া সংবাদপত্র-মহলে একটা খুব লেখালেখি চলিবে। আমরাও ঐ সুন্দর চিত্রখানির বিজ্ঞাপন এই সময় প্রকাশ করিয়া দিলে যথেষ্ট মূল্যে কোন সৌখিন লোকের নিকট বিক্রয় করিতে পারিব।

দ্বি। কিন্তু এই তদন্তের সময় চিত্রখানি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে আসিতে পারে।

সা। কোম্পানীর ক্ষতি করিয়া উহা আপনাদিগকে দিতে না পারিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

দ্বি। অদ্য সন্ধ্যার সময় পুনরায় ফিরাইয়া দিব, এই অঙ্গীকারে আমি লইতে চাহিতেছি,—তাহাতে আপনার অভিমত কি?

সা। বোধ হয় এখন আপনারা পার্ক ষ্ট্রীটের সেই রমণীর নিকট যাইবেন?

দ্বি। হাঁ।

সা। সেই স্থানে বোধ হয় চিত্রখানির বিশেষ দরকার হইবে?

দ্বি। হাঁ।

সা। কিন্তু সন্ধ্যার সময় উহা ফিরাইয়া না দিয়া গেলে, কোম্পানির বিশেষ ক্ষতি হইবে, এবং আমি যথেষ্ট দুঃখিত হইব।

"আমি নিশ্চয়ই ফিরাইয়া দিয়া তবে অফিসে যাইব"—এই কথা বলিয়া উহা গ্রহণ করতঃ দ্বিজপদ বাবু উঠিলেন, ইংরেজ দারোগাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন।

পথে যাইতে যাইতে দ্বিজপদ বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কোন বাঙ্গালী দোকানদার হইলে, পুলিসের ইঙ্গিত-মাত্র উহা নিজের ব্যয়ে পঁহুছাইয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিত, আর ইংরাজ দোকানদার কয়েক ঘণ্টার অঙ্গীকারে পাছে ক্ষতি হয় বলিয়া দিতেও নারাজ!

তাঁহারা একখানি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ী ভাড়া করিয়া পার্ক-ষ্ট্রীটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তার পরে অনুসন্ধানে * নং বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন, সে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীটি বৃহৎ বটে, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র প্রকারের হোটেল,—উপরে অনেকগুলি ইংরেজ বসতি করে। এই বাড়ীটাকে ব্যারাক বলিয়াই সকলে অভিহিত করিয়া থাকে। বাড়ীর সকল প্রকোষ্ঠেই প্রায় ভাড়াটিয়ার বাস। যাহারা এই সকল প্রকোষ্ঠ ভাড়া লইয়া বসতি করিতেছে, তাহাদের কাহারই আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। কেহ ছাপাখানার কম্পো-জিটার, কেহ রেলওয়ের ড্রাইভার, কেহ চিত্রকর, কেহ উড্ এন্‌গ্রেভার, কেহ চিত্রের আদর্শ, কেহ শিল্পশিক্ষার্থী। আত্ম-ম্ভরিতায় ইহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ, এবং প্রায় সকলেই কমলার কৃপা দৃষ্টিতে বঞ্চিত। কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ

সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুখে দুঃখে, আপদে বিপদে তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি ও সমবেদনার ভাব পরিলক্ষিত হইত। ধর্ম্মানুশীলনে তাহাদের আদৌ অনুরাগ ছিল না। কর্ত্তব্যের পাশমুক্ত হইয়া আমোদ প্রমোদে, হাস্য পরিহাসে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনই তাহারা প্রীতিকর মনে করিত।

সহসা দুইজন পুলিস-কর্ম্মচারী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, যাহারা তখন বাসায় উপস্থিত ছিল, তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল।

দ্বিজপদ বাবু একজনকে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই বাড়ীর মালিক কে ?"

সে উত্তর করিল,—"মিস্ এলিজা।"

প্রশ্ন। তিনি কোথায় থাকেন ?

উত্তর। নিজের একটা কামরায়।

প্রশ্ন। তিনি এখন বাড়ীতে উপস্থিত আছেন কি ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। কোথায় গিয়াছেন—আপনি তাহা অবগত আছেন কি ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। আর কেহ জানিবার সম্ভব এমন লোককে আপনি জানেন কি ?

উত্তর। তাঁহার ভৃত্য জানিতে পারে।

প্রশ্ন। তাহাকে ডাকিবার উপায় কি ?

উত্তর। আমিই ডাকিয়া দিতেছি, কিন্তু আপনার কি প্রয়োজন ?

প্রশ্ন। তাঁহার সাক্ষাতেই বলিব, আপনি ভৃত্যকে ডাকিয়া দিবেন কি ?

উত্তর। হাঁ, দিব।

সে তখনি নিচে নামিয়া গেল, এবং একটী মুসলমান ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া উপরে আসিল।

দ্বিজপদ বাবু ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি মিস এলিজার নিকট চাকুরি কর ?"

ভৃত্য পুলিসকর্ম্মচারী দেখিয়া এক সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "হাঁ হজুর, আমি তাঁহার নিকট কর্ম্ম করি।"

দ্বি। তিনি এখন কোথায় ?

ভৃ। তিনি মার্কিন উপাসনা মন্দিরে গিয়াছেন।

দ্বি। কেন, বলিতে পার ?

ভৃ। পারি। এই বাড়ীতে এক মার্কিন যুবক আসিয়া কয় মাস ধরিয়া বসতি করিতে ছিলেন, সহসা আজ তিন দিন হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে এক ভাঙ্গা টেবিল, আর দুখানা টুল—আর চিত্র আঁকিবার কয়টা তুলি ও রঙ্গ ছিল এবং একখানা আঁকা ছবি ছিল। তাই বিক্রয় করিয়া যে কয়টা টাকা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার মনিবের ঘর ভাড়া ও হোটেলের পাওনা কাটিয়া লইয়া, বাকি টাকা ঐ উপাসনা-মন্দিরে জমা দিতে গিয়াছেন।

দ্বি। কখন আসিবেন ?

ভৃ। শীঘ্রই আসিবার সম্ভাবনা। আপনারা কি মনে করিয়া আসিয়াছেন, জানিতে পারিলে অধীন নয় সেইরূপ কার্য্য করিবে।

দ্বি। তিনি না আসিলে আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।

ভৃ। তবে নিচে তাঁহার অফিস ঘরে আসিয়া বসুন।

ভৃত্যের সহিত দ্বিজপদ বাবু ও মিঃ জন নামিয়া নিম্নতলে গমন করিলেন, এবং ভৃত্যের নির্দ্দেশমতে একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভৃত্য কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। মিঃ জন্ দ্বিজপদ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কিরূপ বুঝিতেছ?"

দ্বিজপদ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ব্যাপার বুঝি অনেকদূর গড়ায়।"

জ। আমারও তাই বোধ হইতেছে। এই বাড়ীতে এক ভাড়াটিয়া মার্কিন যুবক বাস করিত, সে আজ তিন দিন মরিয়াছে—আমার বোধ হয়, তাহার মৃত্যুর সহিত এই সুন্দরী রমণীর মৃত্যুর কোনপ্রকার গুপ্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতে পারে। বোধ হয়, দুইটী নরহত্যাই সাধিত হইয়াছে।

দ্বি। সেইরূপই জ্ঞান হইতেছে। বাড়ীওয়ালী আসিলে, তাহার নিকট কতক আভাস পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

জ। আমার বোধ হয়, ঐ সুন্দরী রমণীর সহিত ঐ মার্কিন যুবকের কোন প্রকার অবৈধপ্রণয় হয়, এবং সেইজন্যই উভয়ের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

দ্বি। এমন হইবার খুব সম্ভাবনা। দেখা যাউক,—ব্যাপার কি দাঁড়ায়!

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সেই বাড়ীর দরজায় একখানি ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, এবং গাড়ী হইতে একটি বর্ষীয়সী রমণী নামিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন,—তাঁহারা বুঝিলেন, ইনিই মিস্ এলিজা।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে দক্ষিণ দিকের ঘরে তাঁহার অফিস। সে দিকে নজর পড়িতেই দুইজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে বসিতে থাকিতে দেখিয়া, মিস এলিজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যথাবিধি করমর্দ্দনাদি অন্তে তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"আপনি গত কল্য একখানি ছবি ফটোগ্রাফার্স অফিসে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন?

এ। হাঁ, একখানি চিত্র আমি বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলাম।

দ্বি। কত টাকা মূল্য লইয়া উহা বিক্রয় করিয়া আসিয়াছিলেন?

এ। আশি টাকা।

দ্বি। ঐ চিত্রখানি আপনি কোথায় পাইয়াছিলেন?

এ। আপনি অবগত আছেন কি, এই বাড়ীখানির সত্বাধিকারিণী আমি?

দ্বি। হাঁ, এখানে আসিয়া তাহা অবগত হইতে পারিয়াছি।

এ। এই বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে, তাহার মধ্যে নিচের তলায় তিনখানা ঘর আমি নিজের ব্যবহারের জন্যে রাখিয়া অপর সমস্ত ঘরগুলি ভাড়া দিয়া থাকি। তাহাতে অনেক লোক বসতি করে। উপরতলার ৬ নম্বর ঘরে আজ কয়মাস ধরিয়া একটি মর্কিন যুবক আসিয়া ভাড়া লইয়া বসতি করিতেছিল। ঐ চিত্র আমি সেই ঘরেই পাইয়াছি।

দ্বি। সেই মার্কিন যুবক এখন কোথায়?

এ। ক'দিন হইল সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে।

দ্বি। তাহার কি রোগে মৃত্যু হইয়াছে?

এ। লোকটা বরাবরই একটু রোগাটে রকমের ছিল।

দ্বি। তাহার কি রোগ ছিল?

এ। কি রোগ ছিল, ঠিক বলিতে পারি না,—কখনও বিশেষ করিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াও দেখি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত দেখিতাম, আর আর লোকের মত সে বড় কাহারও সহিত মিশিত না। আহার বিহার, বেশ বিন্যাস কিছুতেই তাহার কোন অনুরাগ ছিল না। সে চিত্রকরের কার্য্য করিত। অনুক্ষণ কেবল চিত্রকার্য্য লইয়াই থাকিত। তা ছাড়া শুনিতে পাওয়া যাইত, যখন তখন কেবল খক্ খক্ করিয়া কাসিত;—বোধ হয়, তাহার কাসরোগ ছিল।

দ্বি। সেই যুবকের আত্মীয়-স্বজন আর এখানে কেহ আছে?

এ। আমি সে বিষয় অবগত নহি।

দ্বি। তাহার বয়স কত ছিল?

এ। বয়স অধিক ছিল না, সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে।

দ্বি। চেহারা কেমন ছিল?

এ। নাতি দীর্ঘ,—ক্ষীণ শরীর, কোমল শান্ত মুখশ্রী, কৃষ্ণতার নয়নদ্বয় কোটরগত কিন্তু উজ্জ্বল ছিল।

দ্বি। সে কাহার কাহার সহিত অধিকাংশ সময় মিশিত বা ইয়ারকি দিত বলিয়া আপনি জানিতেন?

এ। সে কাহারও সহিত কখনও মিশিত না। এজন্য এ বাড়ীর অনেকেই তাহার উপরে অপ্রসন্ন ছিল। দিবসের কতক অংশ সে বিভিন্ন চিত্রশালায় শিল্প সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিত; অবশিষ্ট সময় আপনার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে অতিবাহিত করিত।

দ্বি। যে চিত্রখানি আপনি বিক্রয় করিয়া আসিয়াছেন, উহা কি তাহার নিজের অঙ্কিত?

এ। আমি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তাহার জীবিত-কালে আমি ভাড়া আদায়ের সময় ভিন্ন প্রায় তাহার ঘরে যাইতাম না। ইচ্ছা করিয়াই যাইতাম না,—কারণ সে মোটেই মিশুক ছিল না। কেহ তাহার ঘরে গেলে সে বিশেষ সন্তুষ্ট হইত না, এজন্য কেহই তাহার গৃহে যাইত না।

দ্বি। তাহার মৃত্যুর পরে কি আপনি উহা লইয়াছেন?

এ। হাঁ।

দ্বি। তাহাকে কোন ডাক্তার দেখিয়াছে কি না, জানেন?

এ। হাঁ, মৃত্যুর আগের তারিখ হইতে মিষ্টার এল নামক বিখ্যাত ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিয়াছে।

দ্বি। কে ডাক্তার ডাকিয়া আনিত, কে ঔষধাদি সেবন করাইত এবং কেই বা ডাক্তারের প্রাপ্য মুদ্রাদি প্রদান করিত?

এ। ঐ চিত্রে যে রমণীর চেহারা দেখিয়াছেন, সেই-ই।

দ্বি। আপনি যে ছবি বেচিয়া আসিয়াছেন, আমি তাহা সঙ্গে আনিয়াছি—এই চিত্রাঙ্কিত রমণীই কি মার্কিন যুবকের চিকিৎসার জন্য সচেষ্ট ছিলেন?

এই কথা বলিয়া দ্বিজপদ বাবু চিত্রখানি বাহির করিয়া রমণীর সম্মুখে ধরিলেন। রমণী তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই বলিলেন,—“এই চিত্রে যাহার ছবি দেখিতেছেন, সেই রমণীই মার্কিন যুবকের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনিয়াছে, এবং রাত্রি জাগিয়া তাহাকে ঔষধাদি সেবন করাইয়াছে।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চিত্রাদর্শ।

দ্বিজপদ বাবুর মনে অত্যন্ত আশার সঞ্চার হইল। এই মোক-দ্দমার সন্ধানকার্য্য যে অতি সহজেই সম্পন্ন হইবে, এ ধারণা তাঁহাদের মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন নাই, ঘটনাটি যত সহজবোধ্য বলিয়া তাঁহারা এখন অনুমান করিতে পারিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। যাহা হউক, তখনকার মত তাঁহারা যতদূর বুঝিলেন, সেইরূপেই তদন্তকার্য্য সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আমরা সেই কথোপকথনের কতকাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দ্বিজপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চিত্রাঙ্কিত যুবতীকে কি আপনি চিনেন?"

এলিজা বলিল,—"কেবল আমি কেন, এ বাড়ীর অনেকেই তাহাকে চেনে।"

দ্বি। তাহার নাম কি?

এ। তাহার নাম নেটালি।

দ্বি। সে কোথায় থাকে?

এ। কোথায় থাকে, তা আমি ঠিক জানি না। আমার এই বাড়ীতে আর একজন চিত্রকর বাস করে, সে নেটালির সম্বন্ধে সব কথাই জানে।

দ্বি। কি প্রকারে সে নেটালির খবর জানে?

এ। নেটালি চিত্রের আদর্শ। চিত্রকর মাত্রেই তাহার খবর রাখে।

দ্বি। আপনি যে চিত্রকরের কথা বলিলেন,—তিনি কি এখন এ বাড়ীতে আছেন?

এলিজা তখন তাহার ভৃত্যকে বলিল,—মিষ্টার স্পেন্সারকে ডাকতো।"

ভৃত্য উপরে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন শ্বেতশ্মশ্রু গুম্ফধারী চস্‌মাচক্ষে বৃদ্ধ ইংরেজকে সঙ্গে লইয়া নিচেয় নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে অফিস গৃহে পঁহুছাইয়া দিল।

দ্বিজপদ বাবু মিষ্টার স্পেন্সারকে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়া স্বীয় পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমরা পুলিস-কর্ম্মচারী, তাহা বোধ হয় আমাদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ দর্শন করিয়াই আপনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন?

মিষ্টার স্পেন্সারও যথারীতি প্রত্যভিবাদনাদি করিয়া বলিলেন, "হাঁ, আপনাদের পোষাক-পরিচ্ছদ দর্শনে আপনারা উভয়ে যে পুলিস-কর্ম্মচারী, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

দ্বি। আমরা কোন মোকদ্দমার তদন্তে এখানে আসিয়াছি,—আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, অনুগ্রহ প্রকাশে

আপনি সে সম্বন্ধে যাহা যাহা অবগত আছেন, তাহা আমাদিগের নিকটে বলিবেন বলিয়া আশা করিতে পারি।

স্পে। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহা নিশ্চয়ই আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য বলিব।

দ্বিজপদ বাবু চিত্রখানির দিকে স্পেন্সারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"এ চিত্রখানি আপনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছেন কি?"

স্পে। না। উহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

দ্বি। চিত্রে যাহাকে আঁকা হইয়াছে, তাহাকে চিনেন কি?

স্পে। হাঁ চিনি, উহার নাম নেটালি। নেটালিকে চিত্রকর মাত্রেই চিনে। ঐ সুন্দরী রমণী চিত্রের আদর্শ। আমিও উহাকে অনেক টাকা দিয়া উহার একখানি চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলাম।

দ্বি। অনেক টাকা কাহাকে দিয়াছিলেন?

স্পে। কেন, ঐ নেটালিকে।

দ্বি। চিত্র আঁকিলেন আপনি, টাকা লইল সে,—ইহা কি প্রকার কথা? আমি ত জানি, চিত্র আঁকাইতে চিত্রকরকেই টাকা দিতে হয়।

স্পে। সে আপনার আমার,--যাহারা সখ করিয়া চিত্র আঁকাইয়া লয়। কিন্তু যে সকল সুন্দরী যুবতী রমণী চিত্রের আদর্শ হয়, চিত্রকরগণ তাহাকে প্রভূত অর্থ দিয়া, তাহাকে আদর্শ করিয়া, ছবি আঁকিয়া থাকে। নেটালি খুব ভাল চিত্রাদর্শ।

দ্বি। আপনি যে ছবি আঁকিয়াছিলেন, সে ছবি আর এ ছবি কি এক প্রকার?

স্পে। না। তার মুখ ভাবে আর এর মুখ ভাবে অনেক

প্রভেদ। কেবল আমি কেন, যে যে নেটালির ছবি আঁকিয়াছে, এরূপ কেহই আঁকে নাই। হয় এই চিত্রকর আঁকিতে পারে নাই, আর না হয়—নেটালিতে আমরা যাহা খুঁজিয়া পাই নাই, সে তাহা পাইয়াছে। কিন্তু নেটালিতে বুঝি এ জিনিষ ছিল না। সে চরিত্রহীনা।

দ্বি। নেটালি কি চরিত্রহীনা?

স্পে। কেন, আপনি কি জানেন না যে, যাহারা রূপের ছবি তুলাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে,—যাহারা রূপের গর্ব্বে গর্ব্বিতা, তাহারা প্রায়ই চরিত্রহীনা।

দ্বি। নেটালি কি বাজারে বসিয়া রূপ বিক্রয় করিত?

স্পে। না।

দ্বি। তবে?

স্পে। এক এক সময় এক একটি যুবকের ঘাড়ে চাপিয়া রক্ত শোষণ করিত।

দ্বি। বর্ত্তমানে নেটালির অনুগ্রহ পাত্র কে?

স্পে। আপনি বোধ হয় নেটালির সম্বন্ধেই কোন অনুসন্ধানে লিপ্ত।

দ্বি। সে সমুদয়ই আপনাকে পরে বলিতেছি,—আমার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আগে শুনিতে চাই।

স্পে। বর্ত্তমানে নেটালির প্রিয়পাত্র কে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে মাস দুই ধরিয়া যেন মনে করিতাম, নেটালি মার্কিণ যুবককে ভালবাসিত।

দ্বি। শুনিলাম, মার্কিণ যুবক অত্যন্ত দরিদ্র ছিল, সে নেটালিকে সন্তুষ্ট করিবার উপযুক্ত অর্থ কোথায় পাইবে?

স্পে। সে কথা আমিও মধ্যে মধ্যে ভাবিয়াছি—কিন্তু নেটালিকে প্রায়ই মার্কিণ যুবকের ঘরে যাইতে দেখিতাম। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, মার্কিণ যুবক বুঝি নেটালির চিত্র অঙ্কিত করিতেছে,—কিন্তু তাহাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল, কেন না, নেটালি প্রভূত অর্থ না পাইলে কাহারও চিত্রাদর্শ হইত না। মার্কিণ যুবক নিতান্ত দরিদ্র ছিল। তারপর প্রণয় হওয়া সম্ভব মনে করিতাম—কিন্তু এ সন্দেহ আমার মনে প্রথমে আদৌ স্থান পায় নাই। কেন না, মার্কিণ যুবক যেরূপ দরিদ্র, এবং নেটালি যেরূপ টাকার ভক্ত, তাহাতে প্রণয় সম্ভাবনা থাকিতেই পারে না. কিন্তু রসেল এ সন্দেহ আগে করে এবং আমাদের মনে ঐ বীজ বপন করিয়া দেয়।

দ্বি। রসেল কে?

স্পে। ওহো,—রসেলকে আপনি চেনেন না বটে! রসেল একজন ধনী যুবক। সে মোটা মোটা টাকার কারবার করে—সে নেটালির রূপের উপাসক। নেটালিকে সে বড় ভালবাসে—জগতে তাহার একমাত্র সখের জিনিষ নেটালি। নেটালির জন্যে সে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছে।

দ্বি নেটালিকে সে কখনও পাইয়াছে?

স্পে। নেটালি ত ইদানীং তাহারই অর্থে আপনার বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করিতেছিল। তবে তুই কি দেড় মাস হইতে নেটালি তাঁহাকে ছোঁয়া ধরা দিত না। নেটালি মানুষ ভাল নহে—সে বিশ্বাসঘাতক!

দ্বিজপদবাবু বলিলেন,—"তবে রসেলও বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, নেটালি এখন মার্কিণ যুবককে ভালবাসে।"

স্পে। হাঁ, সেই ত আগে আমাদিগকে ঐ কথা বলে।

দ্বি। রসেল ধনী,—তিনি কেন মার্কিণ যুবককে তাড়াইয়া দিয়া নেটালিকে নিজায়ত্ত করেন নাই?

স্পে। কেন করে নাই, তাহা বুঝিতে পারি নাই,—তবে মধ্যে মধ্যে মদ টদ খেয়ে সেরূপ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত।

দ্বি। আপনি বোধ হয় রসেলের একজন বন্ধু হইবেন?

স্পে। না, সে বড় লোক—আমি সামান্য চিত্রকর, তাহার সহিত আমার সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধুতা সম্ভবে না। তবে ইদানীং সে মধ্যে মধ্যে নেটালিকে নিয়ে এ বাড়ীতে আসিত,—তখন কোন দিন আমার ঘরে, কোন দিন স্যাভেজের ঘরে বসে মদ টদ খেত—কারণ আমাদের এ ব্যারাক, থালিঘরে আর ব্যারাকে বড় পার্থক্য নাই।

দ্বি। যখন হইতে রসেল বুঝিয়াছিলেন যে, নেটালি তাহাকে আর অনুগ্রহ করে না এবং তৎপরিবর্ত্তে মার্কিণ যুবককে ভাল বাসিয়াছে, তখন কোনদিন এ বাড়ীতে আসিয়া রসেল মদ্যাদি পান করিয়াছিল?

স্পে। এইদিকেই সে এ বাড়ীতে আসিয়া বেশী দিন মদ খাইয়াছে। কেন না, এখানে আসিলে মার্কিণ যুবকের ঘরে যাতায়াতের সময় প্রায় নেটালির দেখা পাওয়া যাইত। আমার ঘরের দরজার কাছ দিয়াই মার্কিণ যুবকের ঘরে যাইতে হইত।

দ্বি। এমন কোন দিন ঘটিয়াছে যে, রসেল আপনাদের সহিত বসিয়া মদ খাইতেছে, আর নেটালি সেখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে, রসেল উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়াছে?

স্পে। হাঁ, এক কি দুইদিন যেন ঘটিয়াছে?

স্মি। তাহাতে নেটালি কি বলিয়াছিল ?

স্পে। নেটালি যখন চলিয়া যায়, তখন আমাদের বেশ নেশা জমিয়া উঠিয়াছিল, রসেলও বেশ মাতাল হইয়াছিল। নেটালিকে কক্ষদ্বারে দেখিয়া রসেল লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"নেটালি! নেটালি! এসো! এসো! তোমার জন্যই আমার সর্ব্বস্ব! তুমি সর্ব্বস্ব চাও দেবো—কিন্তু আমায় ছেড়ো না। এস, ভাল মদ আনিয়াছি—এ মদ তুমি বড় ভালবাস—এসো নেটালি! এখনও আর এক বোতলপূর্ণ মদ তোমার জন্য আছে।"

দৃঢ়তার সহিত নেটালি তাহার আদর-আহ্বান উপেক্ষা করিয়া বলিল,—"না—না, আমি যাব না।" নেটালি তখনই সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

রসেলের ইঙ্গিতে আমি গোপনে তাহার পশ্চাৎ লইলাম। নেটালি তাহা দেখে নাই। আমি বাহিরের গ্যাসের ক্ষীণ-রশ্মি-সাহায্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম।—আমরা চিত্রকর—আমরা ভাবভঙ্গী বেশ বুঝিতে পারি। নেটালির ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, যাইতে যাইতে যেন নেটালির সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। অবসন্ন পদদ্বয় যেন তাহার দেহ ধারণে অক্ষম। সেই জনবিরল সিঁড়ির পথের ভিত্তিগাত্রে অবসন্ন দেহভার ন্যস্ত করিয়া সে সেই অন্ধকার রাশির কাণে কাণে বলিতে লাগিল,—"আর—আর কখনও আমি ও সংসর্গে মিশিব না। সে কেবল তোমারই জন্য। তুমি তাহা বুঝ কি ?"

স্মি। আপনি নেটালির সে কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, না—তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন ?

স্পে। স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

দ্বি। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া নেটালি সে কথা বলিল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন ?

স্পে। আমার তখন বেশ চম্‌চমে নেশা হইয়াছিল, আমি তত তলাইয়া বুঝি নাই—ফিরিয়া আসিয়া রসেলকে সে কথা বলিলে, সে বলিল,—"ঐ রোগা মার্কিন-কুকুরটা ওকে কি যাদু করেছে। আমি ওর যাদু ভেঙ্গে দেব!"

দ্বিজপদ বাবু একটুখানি চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মিষ্টার রসেলের ঠিকানা কি ?"

স্পে। * * নম্বর রসারোড।

দ্বি। নেটালি কোথায় থাকে, আপনি তাহার ঠিকানা জানেন কি ?

স্পে। তাহার ঠিকানা * * * নম্বর ভবানীপুর।

দ্বি। মার্কিন যুবক কি রোগে মরিয়াছে, বলিতে পারেন ?

স্পে। আমি ডাক্তার নহি, রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ। আর তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার ঘরেও যাই নাই। তাহার মৃত্যু-রোগ হইয়াছে, তাহাও শুনি নাই। তবে ডাক্তার আসিতে একদিন দেখিয়াছিলাম,—তার পরেই মৃত্যুর কথা শুনিলাম।

দ্বি। কে চিকিৎসা করিয়াছিল, জানেন ?

স্পে। হাঁ জানি। মিষ্টার—এল্।

দ্বি। তাঁহার ঠিকানা জানেন কি ?

স্পে। জানি বৈ কি—* নম্বর ওয়েলেস্লিস্কোয়ার।

দ্বি। তবে আজি বিদায় হই,—সময়ে আবার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

স্পে। সাক্ষাৎ যে এখন ঘন ঘন হইবে, সে সম্বন্ধে আমি

নিশ্চিন্ত হইয়াছি—কেন না, যখন আমাকে একটি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তখন অবশ্যই আমাকে পুলিসকোর্টে দুই একবার দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ব্যাপারটা কি, শুনিতে পাই না? আপনি বলিয়াছিলেন—আগে আমার কথা শুনিয়া তৎপরে আপনার কথা বলিবেন।

দ্বি। হাঁ, ব্যাপারটা এই যে,—নেটালিকে কে ভবানীপুর মিউনিসিপ্যালিটীর পুকুরের ধারে হত্যা করিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে।

স্পেন্সার সাহেব ও এলিজাবিবি চমকিয়া উঠিলেন। নেটালি নাই! স্পেন্সার সাহেব বলিলেন,—"চিত্রকরগণ একটী সুন্দর আদর্শহারা হইল। চিত্রের আদর্শের মধ্যে এমন সুন্দরী এবং এমন ভাব প্রদর্শন করিতে আর কেহ নাই।

দ্বিজপদ বাবু, মিষ্টার জন সাহেব তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক একখানা ভাড়াটে গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া গাড়োয়ানকে ওয়েলেস্লিস্কোয়ারাভিমুখে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার।

ওয়েলেস্লিস্কোয়ারাভিমুখে গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পুলিসকর্ম্মচারীদ্বয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল। দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"কি বুঝিলেন?"

মিঃ জন্ বলিলেন,—"যাহা বুঝিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, অচিরেই আমরা নেটালির মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইব।"

দ্বি। আপনার কি বোধ হইতেছে, নেটালি আত্মহত্যা করিয়াছে?

জ। না।

দ্বি। তাহার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে আপনার কি বোধ হইতেছে?

জ। আমার বোধ হইতেছে, ধনী রসেল নেটালি লাভে বঞ্চিত হইয়া, মার্কিনযুবকের উপর জাতক্রোধ হয়। সেই ক্রোধের ফলে তাহাকে হত্যা করে। তারপরে, নেটালিকে প্রাপ্তির জন্য তাহার উপাসনা করে,—কিন্তু নেটালি বোধ হয় মার্কিন যুবককে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছিল, তাহার শোকে সে একান্ত কাতরা হয়, এবং মার্কিন যুবকের মৃত্যুর কারণ রসেল

তাহাও বোধ হয় মনে মনে জানিতে পারে,—এই সকল কারণে রসেল অবজ্ঞা করে, আর তাহার নিকটে যায় না। রসেল তাহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া নেটালিকে হত্যা করে, এবং ধরা পড়িবার ভয়ে দূরে—ভবানীপুরের পুকুরের তীরে ফেলিয়া দিয়া আসে।

দ্বি। আপনার অনুমান সত্য বলিয়া বিশ্বাস আমারও হয়, কিন্তু কয়েকটি সন্দেহ উহার অন্তরায় হইতেছে।

জ। কি কি ?

দ্বি। এলিজা ও স্পেন্সার উভয়েই বলিয়াছে, মিঃ এল্ নামক বিখ্যাত ইংরেজ ডাক্তার মার্কিন যুবকের রোগের সময় চিকিৎসা করিয়াছেন। অস্ত্রাদি দ্বারা হত্যা করা এস্থলে একান্তই অসম্ভব।

জ। নিশ্চয়ই অস্ত্রাদি দ্বারা নিহত করিলে আর ডাক্তার কিসের চিকিৎসা করিতে আসিতেন ? কিন্তু এমন সকল বিষ আছে, যাহা সেবন করাইয়া দিলে রোগী কয়েক দিন ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বাহিরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধনী রসেল কোনপ্রকার যোগাড়-যন্ত্র করিয়া মার্কিন যুবককে ঐরূপ কোন বিষ খাওয়াইতে পারে।

দ্বি। মিঃ এল্ বিচক্ষণ ডাক্তার, তিনি রোগীর চিকিৎসা-কালে তাহা হইলে অবশ্যই তাহা জানিতে পারিতেন।

জ। তাহা জানিয়াছেন কি না, এখনও তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাই নাই। তারপর আরও এক কথা আছে।

দ্বি। কি ?

জ। ডাক্তারদের কথা কি জান, কোন বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলে, তবে ডাক্তারগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন—নয় ত বাহিরে যে রোগ দেখেন, তাহারই চিকিৎসা করিয়া থাকেন। রোগের কারণ বা উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করেন না, রোগ নিবৃত্তির জন্যই চিকিৎসা করেন।

দ্বি। তবে আগে একবার মিঃ এলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তারপর রসেলের অনুসন্ধানে গমন করিলে ভাল হয়।

জ। আমারও সেই মত।

তখন গাড়োয়ানকে ডাকিয়া ডাক্তার এলের বাড়ী অভিমুখে গাড়ী চালাইবার জন্য তাহাকে ঠিকানা বলিয়া দেওয়া হইল। গাড়ী বাম দিকের রাস্তা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী গিয়া ডাক্তার এলের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল। পুলিসকর্ম্মচারীদ্বয় গাড়ী হইতে অবতরণ করতঃ ডাক্তার এলের বৈঠকখানায় গমন করিলেন। ডাক্তার এল্ তখন একটি রোগী দেখিয়া আসিয়া সবেমাত্র চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক একটা চুরট ধরাইয়া একটিবার মাত্র টান দিয়াছেন, এমন সময় দুইজন পুলিসকর্ম্মচারীকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, ও তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশন করাইলেন।

মিষ্টার জন বলিলেন, "আপনি পার্ক ষ্ট্রীটের * নম্বর ব্যারাকস্থিত একটি দরিদ্র মার্কিন যুবকের চিকিৎসা করিয়াছিলেন?"

এ। হাঁ—সে আজি কয়দিনের কথা। দুর্ভাগ্যক্রমে রোগীটীকে আমি বাঁচাইতে পারি নাই।

জ। কে আপনাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল?

এ। একটি সুন্দরী যুবতী রমণী।

জ। তার নাম আপনি জানেন কি?

এ। না। তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারি। নামটি হয় ত শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আর স্মরণ হইতেছে না। নগদ টাকার কারবার—নাম মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই।

দ্বিজপদ বাবু চিত্রখানি ডাক্তারের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন,—"এই চিত্রাঙ্কিত রমণীকে আপনি কখনও দেখিয়াছেন কি?"

এ। হাঁ হাঁ—এ চিত্রে যাহার ছবি আঁকা, সেই রমণীই আমাকে ডাকিয়াছিলেন। এই মুখ, এই চোক—এই ভাব, এই ভঙ্গী সবই সেই। রমণী সারা রাত্রি বসিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে যুবকের শুশ্রূষা করিত। আমি যুবককে না বাঁচাইতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। ঐ যুবক না বাঁচায় যুবতী যে মর্ম্মাহতা হইয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। রমণীর হৃদয় বোধ হয় খুব পবিত্র। তাহার বিনয় নম্রভাব, সরল কথা, অতি পবিত্র। যুবককে বোধ হয়, ঐ রমণী অতি পবিত্র ভাবে ভালবাসিত।

দ্বি। আপনার ঐ রোগীর কি রোগে মৃত্যু হইয়াছিল?

এ। তাহার তলপেটের নাড়ীতে ক্যান্সার হইয়াছিল।

দ্বি। তলপেটের নাড়ীতে ক্যান্সার? কাশরোগে মৃত্যু হয় নাই?

এ। হাঁ কাশি ছিল বটে। কিন্তু সে কাশি মারাত্মক নহে, সম্ভবত অতিরিক্ত পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম করায়, সে থক্ থকে কাশির সৃষ্টি হইয়াছিল। তার মৃত্যুর কারণ ক্যান্সার।

দ্বি। ক্যান্সার কেন হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন কি?

এ। না, কেন হইয়াছিল—লক্ষ্য করি নাই। সারিবার চেষ্টাই করিয়াছি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সে সকল লক্ষ্য করে,—আমরা ইহার কারণ দেখিবার জন্য তত মাথা ঘামাই না,—যে কারণেই হউক, রোগ যখন হইয়া দাঁড়ায়, তখন তার সারিবার প্রয়োজন। সারার যে ঔষধ, তাই দিই।

দ্বি। ঐ নাড়ীতে ক্যান্‌সার কি কি কারণে হইতে পারে?

এ। অতিরিক্ত শীত লাগিলে হয়, পুনঃ পুনঃ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলে হয়, পুনঃ পুনঃ উপবাস দিলে হয়, অতিরিক্ত মাদক সেবনে হয়। উগ্রবিষ বা সেঁকো বিষ সেবনে হয়।

দ্বি। সকল প্রকার ক্ষতের লক্ষণই কি একপ্রকার?

এ। না।

দ্বি। আপনার রোগীর যে লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন?

এ। আমি কিছুই অনুমান করিতে পারি নাই।

দ্বি। কেন?

এ। আমি যখন তাহাকে চিকিৎসা করিবার জন্য আহুত হই, তখন তাহার চরম অবস্থা। সে সময় বাহ্য লক্ষণের আর কোন প্রকার ঠিকানাই ছিল না। তখন রোগী অজ্ঞান—উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন তখন আমার অন্য কর্ত্তব্য আর কিছু ছিল না। সুতরাং আমি সে সকল দিকে লক্ষ্য করি নাই, বা লক্ষ্য করিবার অবসর পাই নাই।

দ্বি। আমাদের জ্ঞান হইতেছে, ঐ হতভাগ্য মার্কিনযুবককে কেহ আর্সেনিক বা ঐ প্রকার কোন বিষ সেবন করাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়াছে।

এ। অসম্ভব নহে। যখন ক্যানসার হইয়াছে এবং ক্যানসারেই মরিয়াছে, তখন তাহা খুব সম্ভব।

দ্বি। আপনার ডায়েরিতে ঐ যুবকের মৃত্যু সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন?

এ। ক্যান্‌সার লিখিয়াছি।

তখন মিঃ জন ও দ্বিজপদ বাবু ডাক্তার—এদের করমর্দ্দন করিয়া রাস্তার বাহির হইলেন, ও গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন,—"এইবার ওয়েলেস্লিস্কোয়ারে গাড়ী চালা।"

গাড়ী একটা মোড় ঘুরিয়া দক্ষিণাভিমুখের রাস্তা বহিয়া ছুটিতে লাগিল। জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বোধ হইতেছে?"

দ্বি। বোধ হইতেছে, রসেলই হতভাগ্য মার্কিনযুবক ও নেটাকিকে হত্যা করিয়াছে।

জ। আমার ত তাহা নিশ্চয় বলিয়াই ধারণা হইয়াছে। মার্কিনযুবকের তলপেটের নাড়ীতে যে ক্ষত হইয়াছিল, উহার কারণ আর্সিনিক সেবন। কোন যোগাড়ে ধনী রসেল মার্কিন যুবকের আহারীয়ের সঙ্গে ঐ বিষ মিশ্রিত করাইয়া তাহাকে সেবন করাইয়াছে।

দ্বি। আমরা মিস্ এলিজাকে জিজ্ঞাসা করি নাই যে, মার্কিন যুবক কোথায় আহার করিত।

জ। নিচে যখন এলিজার হোটেল, তখন মার্কিন যুবক নিশ্চয়ই উহার হোটেলে খাইত। হয়, এলিজাকে টাকা দিয়া বশ করিয়া, না হয়, উহার ভৃত্যকে টাকা দ্বারা বশীভূত করিয়া, আর না হয় অন্য উপায়ে বাসার অন্য লোক দ্বারা কোন খাদ্যের

সহিত তিন চারি দিন বা ততোধিক দিন ধরিয়া হতভাগ্যকে ক্রমে ক্রমে সেঁকো বিষ সেবন করাইয়াছে।

দ্বি। তাহা হইবার খুব সম্ভব।

জ। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য।

দ্বি। আপাততঃ রসেলকে বন্দী করাই শ্রেয়ঃ।

জ। তার পরে?

দ্বি। তারপর অনুসন্ধান চলুক।

জ। সে একজন ধনী ইংরাজ,—যদি তাহার কোন দোষ না থাকে, সে নিতান্ত নিরপরাধী হয়, তবে তাহাকে বন্দী করার জন্য আমাদের দুর্নাম ঘটিতে পারে।

দ্বি। তাহা জানি। কিন্তু তাহাকে বন্দী না করিলে আমাদের অনুসন্ধানের পথে অন্তরায় ঘটিতে পারে।

জ। কেন?

দ্বি। ঘটনা এরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিশেষ সতর্কতা-অবলম্বন পূর্ব্বক অনুসন্ধান না করিলে প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হওয়া কঠিন। রসেল শুনিতেছি ধনী ও চরিত্রহীন যুবক। সে যদি জানিতে পারে, আমরা তাহার কৃত কার্য্যের অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়াছি, তাহা হইলে সে অনুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবে। আর তাহাকে বন্দী করিয়া হাজতে রাখিলে সে চেষ্টায় সে পারগ হইবে না।

জ। তবে কি তোমার মতে তাহাকে বন্দী করাই শ্রেয়ঃ?

দ্বি। আমি ত তাই বিবেচনা করি।

জ। ভাল, তাহাই যদি তোমার বিবেচনা হয়, তবে তাহাকে কি আজই বন্দী করা কর্ত্তব্য?

দ্বি। কেবল আমার বিবেচনা নহে, আমরা উভয়ে এই মোকদ্দমার সন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি,—উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা করি, তাহাই করিব,—তোমার কি মত ?

জ। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইতেছে, রসেলই ঐ দুইটি নরহত্যা সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্বি। যদি তাহাই তোমার দৃঢ় ধারণা হয়, তবে রসেলকে বন্দী করিতে আপত্তি কি ?

জ। আপত্তি কিছুই নাই,—তবে শেষে ফস্‌কাইয়া না যায়।

দ্বি। বরং তাহাকে বন্দী না করিলে ফস্‌কাইতে পারে।

জ। তবে বন্দীই করা হউক।

দ্বি। কিন্তু বন্দী করিবার পূর্ব্বে তাহার জবানবন্দী ও তাহার দুই একটি সাক্ষী অবশ্যই লইতে হইবে। আমার বিবেচনায় স্থানীয় পুলিসকে ডাকিয়া সঙ্গে লইলেও হয়।

জ। স্থানীয় পুলিসের প্রয়োজন কি ?

দ্বি। এই তদন্ত অবশ্য খুব গোপনে হইবার প্রয়োজন নাই। একেবারে প্রকাশ্য তদন্ত করাই ভাল। প্রকাশ্য তদন্তে স্থানীয় পুলিসের সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে।

জ। যদি প্রয়োজন বুঝ, তবে সংবাদ দাও।

দ্বিজপদ বাবু পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ ও একটা পেন্সিল বাহির করিয়া তাহাতে যাহা লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"পত্র পাঠ মাত্র * * নম্বর মিষ্টার রসেলের বাড়ীতে কয়েকজন কনষ্টবল ও দুইটি হাতকড়ি লইয়া আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন, আমরা তথায় চলিলাম।"

ওয়েলেস্লিস্কোয়ারে যখন গাড়ী পহুঁছিল, তখন রাস্তায় একজন

পাহারাওয়ালার হস্তে ঐ কাগজখানি প্রদান করিয়া এবং তাহাকে থানায় গিয়া ঐ কাগজ থানার দারোগার হাতে দিতে বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

রসেলের বাড়ীখানি নাতি বৃহৎ, কিন্তু অতি মনোহর চাক্‌-চিক্যশালী। বাড়ীর সম্মুখে ক্ষুদ্র একটু পুষ্পোদ্যান, পুষ্পোদ্যানের পরেই রসেলের বৈঠকখানা।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া মিষ্টার জন্ ও দ্বিজপদ বাবু পাতিত চেয়ারে উপবেশন করিলেন। ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন,—"মিষ্টার রসেলের সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎ করিবেন।"

ভৃত্য বলিল,—"তাহার প্রভু এইমাত্র রোসেটী নাম্নী এক মহিলার সহিত ইডেন উদ্যানে গমন করিয়াছেন।"

জ। কখন ফিরিয়া আসিবেন?

ভৃ। সন্ধ্যার এদিকে না।

জ। তোমার প্রভু কি বিবাহিত?

ভৃ। না।

জ। বাড়ীতে তাঁহার আর কে আছে?

ভৃ। আর কেহ নাই।

জ। তিনি কি কাজ করেন?

ভৃ। কাজকর্ম্ম এমন কিছুই করেন না, অনেক টাকা আছে, তাই লোককে ধার দিয়া সুদ আদায় করেন, আর মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ের জন্য মালপত্রও খরিদ করেন।

জ। তোমার প্রভুর কাজকর্ম্ম কে দেখে?

ভৃ। তিনি নিজেও দেখেন, আর একজন বাবু আছেন।

জ। উহার অফিস কোথায়?

ভৃ। এই বাড়ীতেই, উপরের একটা ঘরে।

জ। বাবু কি এখন অফিসে আছেন?

ভৃ। হাঁ, আছেন।

জ। তাঁহাকে একবার এখানে ডাকিয়া আন।

ভৃত্যকে আর ডাকিতে যাইতে হইল না। তিনি, ছুটির সময় হওয়াতে, বাড়ী যাইবার জন্য নামিয়া আসিতেছিলেন। বৈঠকখানায় দুইজন পুলিসকর্ম্মচারীকে উপবিষ্ট দেখিয়া গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

জ। মিষ্টার রসেলকে।

বা। তাঁহাকে কেন?

জ। প্রয়োজন আছে।

বা। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে খুঁজিতেছেন না, তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু সেই প্রয়োজনটা কি একটু শুনিতে পাই না?

জ। তাঁহাকেই তাহা বলিব। আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

বা। কি জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, বলুন?

জ। আপনি মিষ্টার রসেলের বাড়ীতে কত দিন হইতে চাকরী করিতেছেন?

বা। সাত আট বৎসর হইবে।

জ। রসেলের বাড়ী কোন্ দেশে?

বা। আমেরিকার নিউইয়ার্ক নগরে।

জ। ইনি কতদিন হইতে এ দেশে বাস করিতেছেন?

বা। ইহাঁর পিতা মাতা এদেশে বাস করিতেছেন। ইহাঁর পিতা খুব ধনী সওদাগর ছিলেন। প্রথমে পিতা তৎপরে মাতার মৃত্যু হয়। সেও আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা। আমি উহাঁর পিতার আমলেই এই কর্ম্মে নিযুক্ত হই।

জ। আপনি কত বেতন পান?

বা। মাসিক চল্লিশ টাকা।

জ। রসেলের বিষয়কার্য্য কি?

বা। টাকা ধার দিয়া সুদ আদায় করা, আর মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ের জন্য সুবিধামত মালপত্র খরিদ বিক্রী হয়।

জ। মাসিক আন্দাজ কত আয় আছে?

বা। গড়পর্‌তা হাজার বারশত টাকা হইবে।

জ। রসেলের চরিত্র কেমন?

বা। ধনী সন্তানগণের যৌবনকালে যেমন হইয়া থাকে!

জ। ইহার বিবাহ হয় নাই?

বা। না।

জ। নেটালি নামে একটী সুন্দরী রমণী কখনও এ বাড়ীতে আসিত?

বা। তিন চারি মাস আগে খুব আসিত,—এখন আর আসে না।

জ। রোসেটী নাম্নী যে রমণীর সহিত রসেল বাগানে বেড়াইতে গিয়াছে, সে কে?

বা। নেটালিরই সমধর্ম্মিনী জনৈক যুবতী। এমন কত আসে, কত যায়।

জ। বন্ধুবান্ধব কেউ আসে ?

বা। বড় লোকের ছেলের যদি চরিত্র একটু বিগ্‌ড়ায়, তবে তার কি বন্ধুর অভাব হয়—মৌমাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে বন্ধুর দল তাকে ঘিরিয়া বসে। বন্ধুবান্ধব অনেক আসে বৈ কি !

জ। তোমার মনিব রাত্রে কি বাড়ী থাকেন ?

বা। আমি দশটার সময় আসি,—আবার চারিটা বাজিতেই চলিয়া যাই, রাত্রের খবর বড় রাখি না। তবে শুনিয়াছি, কোন কোন দিন রাত্রে বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকেন।

জ। যে দিন অনুপস্থিত থাকেন, সে দিন কোথায় থাকেন, তাহা বলিতে পারেন ?

বা। না মহাশয় ! সে সকল সন্ধান লইবার আমার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

ভৃত্য বলিল,—"আজ মাসখানেক থেকে ঐ রোসেটির বাড়ীতেই যাওয়া আসা করেন, হয়ত সেখানেই থাকেন।"

বাবুটী ভৃত্যের উপরে একটু বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"রোসেটীর বাড়ীতে থাকেন, তোকে কে বলিল ? আহাম্মুখ বেটা ! রোসেটিই ত এখানে থাকে,—সাহেব আবার তার বাড়ীতে থাকিতে যাবেন কেন ?"

ভৃত্য বাবুর বক্রদৃষ্টিতে চটিয়া উঠিল। বলিল,—"আপনি কি জানেন মহাশয় ? আমি কি না জানিয়াই একটা কথা বলিলাম ? সেই ত সে দিন সাহেব সারারাত্রি সেখানে ছিলেন, আমিও তাঁর কাছে ছিলাম।"

বাবু আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তুই গাধা কি না। যাক, তোর সঙ্গে আমি বক্‌তে চাই না।"

ভৃ। আমি গাধা কিসে? তুমি মহাশয়, জান না শোন না—দশটায় আস, চারিটায় যাও—অত খোঁজ রাখ কি? সেই যে গো যেদিন স্মিথ সাহেবের দোকান থেকে রাত্রে কি একটা অসুদ কিনে আন্‌তে বল্লেন,—তাই আন্‌লাম, তারপরে মদের সঙ্গে সে অসুদ মিশিয়ে নিয়ে রোসেটির বড় বোন কোথায় গেল,—তারপরে সাহেব খুব মদ খেতে আরম্ভ কোল্লেন,—রোসেটির সঙ্গে আবার বকাবকি আরম্ভ হলো—তারপরে বকাবকি মিট্‌লো,—সেদিন সাহেব সেখানেই থাক্‌লেন, আপনি মহাশয় খবর রাখেন? আমাকে খামকাই গাধাটাধা অমন বল্‌বেন না।

বাবু আরও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"এই নাও একখানা! তুই বাবু থেমে যা।"

জন সাহেব দ্বিজপদ বাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"ও সত্যবাদী লোক। খুব হুসিয়ার লোক, সব কথা ওর মনে থাকে। আপনি উহাকে গালাগালি দিবেন না, কোন কথা বলিবেন না। ও ঠিক কথা বলিতেছে।

বাবু বুঝিলেন, পুলিস তাহার মনের মত কথা বুঝি বাহির করিতে পারিয়াছে! কিন্তু পুলিসের সাক্ষাতে ত আর তিনি ভৃত্যকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করিতে পারেন না, অগত্যা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"স্মিথ সাহেবের বাড়ী হইতে যে, ঔষধ আনিয়া মদের মধ্যে মিশান হইয়াছিল, সে কবে, তোমার স্মরণ আছে?"

ভৃ। আজ্ঞে ঠিক স্মরণ নাই—তবে কুড়ি পঁচিশ দিন হতে পারে।

দ্বি। সে ঔষধটা দেখিতে কেমন, তোমার মনে আছে?

ভৃ। সাদা গুঁড়া।

দ্বি। কতখানি মদে সে অসুদ মিশান হয়?

ভৃ। এক বোতল মদে।

দ্বি। রোসেটির দিদি তাহা লইয়া চলিয়া যায়, একথা তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ,—রোসেটির দিদিকে কি তুমি চেন?

ভৃ। চিনি বৈ কি!

দ্বি। তিনি কোথায় থাকেন?

ভৃ। তিনি পার্কষ্ট্রীটের * নম্বর বাড়ীতে থাকেন। সেই বাড়ীর তিনি মালিক এবং সেখানে তাঁহার একটি হোটেল আছে। তাঁর নাম এলিজা।

দ্বি। তাহার সহিত তোমার মনিবের কোন কথা হইয়াছিল, তাহা তুমি জান কি?

ভৃ। আজ্ঞে না,—কথা হইলেও আমি বুঝিতে পারি না। আমি ইংরাজীতে কথা বলিলে বুঝিতে পারি না। ইংরেজী আমি জানি না, আমার সঙ্গে সাহেব হিন্দিতে কথা কহিয়া থাকেন।

দ্বি। রোসেটির সঙ্গে তোমার সাহেবের ঝগড়া হইয়াছিল বলিয়াছ, তুমি ইংরেজী জান না, তবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলে কি প্রকারে?

বাবু বলিলেন, "ঐ বুঝুন আর কি!"

ভৃত্য বলিল, "কি বুঝবেন? কথাই না বুঝতে পারি, চোখ মুখের ভাব দেখিয়া কি ঝগড়া হচ্চে তা বুঝ্‌তে পারি না।"

জন সাহেবের কাণের কাছে মুখ লইয়া অতি ধীরে ধীরে দ্বিজপদ বাবু কি বলিলেন। জন্‌ সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

"এর পরে জানিলেও চলিতে পারিবে। সে আর্সেনিকের গুঁড়া তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্মিথ কোম্পানীর বাড়ী জানিবার তাহার সুবিধাও কম। নগদ বিক্রীর অসুদ ঠিক করা কঠিন।"

দ্বি। আর্সেনিক কি তাঁরা যাকে তাকে বেচে?

জ। একটী ডাক্তারের নাম সহি করিয়া দিলেই হয়।

এই সময় থানার দারোগা কয়েকজন কনষ্টবল সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনসাহেব ও দ্বিজপদ বাবুর নিকটে গিয়া উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন,—"ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার নিতান্ত সহজ নহে, অপেক্ষা করুন, সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন।"

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ধরাতলে ঘনাইয়া আসিল,—তাঁহারা যে গৃহে বসিয়াছিলেন, সে গৃহেও অন্ধকার হইল। ভৃত্য যথারীতি আলো জ্বালিয়া গৃহের অন্ধকার বিদূরিত করিল।

সন্ধ্যার আরও খানিক পরে, একখানা গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে মিষ্টার রসেল ও বিবি রোসেটি অবতরণ পূর্ব্বক বাড়ীর মধ্যে আগমন করিলেন।

রসেল সাহেব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে বৈঠকখানায় পুলিসকর্ম্মচারীগণকে সমবেত দেখিয়া তথায় প্রবিষ্ট হইলেন, রোসেটি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

রসেল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে আপনাদের কি প্রয়োজন?"

পুলিসের দারোগা জন্‌সাহেব—বলিলেন,—"আপনার নিকটেই প্রয়োজন আছে। আপনি বসুন,—অনেক কথা আছে।"

রসেল কিছু চিন্তিত হইলেন। একখানি চেয়ারে উপবেশন

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলুন মহাশয়, পুলিসের আগমন সর্ব্বপ্রকার মানুষের পক্ষেই ভীতিজনক; কি কথা বলুন?"

দ্বিজপদ বাবু আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আপনার নাম কি মিঃ রসেল?"

র। হাঁ, আমার নাম রসেল?

দ্বি। আপনি * নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটে গমনাগমন করিয়া থাকেন?

র। না,—না, এমন কি, প্রায়ই যায় নাই, সেটা একটা ব্যারাক। সেখানে কোন কারবারী লোক বাস করে না, আমার সেখানে কোন প্রয়োজনই নাই।

দ্বি। মধ্যে মধ্যে যান কি না?

র। বলিলাম যে, যাই না।

দ্বি। ঐ ব্যারাকনিবাসী স্পেন্সার সাহেবের সহিত আপনার বন্ধুত্ব আছে কি না?

র। হাঁ, তাঁকে চিনি বটে।

দ্বি। তাঁহার সহিত আপনার বন্ধুত্ব আছে কি না?

র। না, না, বন্ধুত্ব কখনও নাই।

দ্বি। একত্রে বসিয়া মধ্যে মধ্যে মদটদ খান কি না?

র। কৈ, তা'ত মনে পড়ে না।

দ্বি। নেটালিকে চেনেন?

র। নেটালি!—হাঁ, নেটালিকে চিনিতাম, অনেক দিন আগে চিনিতাম, এখন কতদিন তাহাকে দেখি নাই। সে সুন্দরী যুবতী এবং চিত্রকরদিগের আদর্শ।

দ্বি। আপনার সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ট আলাপ ছিল যে।

র। সে কথা কে বলিল মহাশয়?

দ্বি। স্পেন্সার সাহেব,—আর আপনার বর্ত্তমান প্রণয়িনী রোসেটির দিদি এলিজা। এলিজা পার্ক ষ্ট্রীটের ঐ বাড়ীর মালিক ও হোটেলওয়ালী। কেমন স্মরণ হইতেছে কি?

র। যদিই স্পেন্সারের সহিত কোনদিন মদ খাইয়া থাকি, যদি নেটালির সহিত আমার কোন গোপনীয় সম্বন্ধ থাকে,—তাতে আপনাদের কি?

দ্বি। তাহাতে আমাদের কিছু আসিয়া যাইত না। কিন্তু আপনি ঈর্ষাবশতঃ মার্কিনযুবককে হত্যা করিয়াছেন—

রসেল বসিয়াছিলেন, লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কি ভয়ানক মিথ্যা কথা! কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! এ কথা আপনাদিগকে কে বলিয়াছে?"

দ্বি। স্থির হউন, বসুন। সকলই বলিতেছি। স্মিথসাহেবের বাড়ী হইতে আর্সেনিক কিনিয়া আনিয়া মদের সহিত মিশ্রিত করিয়া এলিজার সাহায্যে মার্কিনযুবককে সেবন করান, তাহাতে তাহার ক্যানসার হয়,—ক্যানসারেই মার্কিনযুবক মারা পড়ে, সে কথা ডাক্তার – এল্ও বলিয়াছেন।

"মিথ্যা কথা, এ সবই ষড়যন্ত্র"—এই কথা বলিয়া রসেল বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"এক বর্ণও মিথ্যা নহে! সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ হইয়াছে। তারপরে, নেটালিকে লইয়া বাড়ীতে রাখেন, উপাসনা করেন, কিন্তু তাহার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়া তাহাকেও হত্যা করিয়াছেন।"

চমকিত চাহনির বক্রদৃষ্টিতে দ্বিজপদ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রসেল বলিলেন,—"সে নাই?"

দ্বি। না রাখিলে থাকিবে কি প্রকারে? আপনি তাহাকে নিজ হস্তে হত্যা করেন, না—অন্যে দ্বারা হত্যা করেন?

র। আপনাদের যাহা বিবেচনা হয়।

দ্বি। আপনি কি বলিতে চাহেন,—আপনি ঐ হত্যাব্যাপারে নির্দ্দোষ?

র। নিশ্চয়ই ঐ হত্যাব্যাপারে আমি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ।

দ্বি। কিন্তু প্রমাণে আপনি দোষী বলিয়াই সাব্যস্ত হইতেছেন।

র। তবে আপনাদের যাহা ইচ্ছা, আপাততঃ তাহাই করিতে পারেন, তারপরে বিচারকালে যাহা হয়, দেখা যাইবে।

দ্বিজপদ বাবু জন্ সাহেবের মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। জন্ সাহেব কনষ্টবলগণকে আদেশ করিলেন,—"সাহেবের হাতে হাতকড়ি দিয়া কোর্টে চালান দাও।"

আদেশ প্রতিপালন হইল। মিষ্টার রসেলের বাবু তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। রসেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ভৃত্য অনেক দিন নেমক খাইয়াছে, এখন কি করিতে হইবে, আদেশ করিয়া গেলে অধীন প্রাণপণে তাহা করিতে পারিবে।"

রসেল রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"কল্য হাজতে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। যাহা বলিবার সেইস্থানে বলিব।"

তদনন্তর একখানি গাড়ীতে রসেল সাহেবকে তুলিয়া লইয়া চারিজন কনষ্টবল কোর্টে চলিয়া গেল। পুলিসকর্ম্মচারীগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কোর্টে।

প্রাগুক্ত ঘটনার পরে আরও দশ বার দিন কাটিয়া গিয়াছে। মিষ্টার জন্ ও দ্বিজপদ বাবু বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান ব্যাপারে পরিলিপ্ত আছেন। যেদিন রসেলকে ধৃত করিয়া আনেন, ভৃত্যের সাক্ষী অনুযায়ী ব্যারাকের হোটেলওয়ালী এলিজাকে মার্কিন যুবকের হত্যাকারিণী অর্থাৎ বিষদাত্রী মনে করিয়া তৎপর দিবস তাহাকেও বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন। তারপরে যতদূর সম্ভব, সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রধান সাক্ষী, রোসেটি—আর রসেল সাহেবের ভৃত্য সহকারী সাক্ষী; তদ্ভিন্ন বিভিন্ন ব্যাপার দর্শন করিয়াছে এমন সাক্ষীও অনেক সংগৃহীত হইয়াছে।

মোকদ্দমার দিনে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে লোকে লোকারণ্য। এমন একটি জটিল রহস্যপূর্ণ মোকদ্দমার ফলাফল জানিবার জন্য অনেক লোকেরই কৌতূহল হইয়াছে। ইংরেজের মোকদ্দমা, ইংরেজ নরনারীও অনেক আসিয়া দর্শকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। রসেলের পক্ষে কলিকাতার খ্যাতনামা দুই জন

ইংরেজ কৌন্সলি নিযুক্ত হইয়াছেন,—গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও একজন কৌন্সলি আছেন। বেলা বারটার সময় মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। রসেল ও এলিজা আসামীরূপে ডকে দাঁড়াইলেন। প্রথমে গভর্ণমেণ্টের উকীল মোকদ্দমাটির ঘটনা আদ্যোপান্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তারপরে সাক্ষীর তলব হইল। প্রথম সাক্ষী রসেলের ভৃত্য। সে আসিয়া যথারীতি হলফ করিয়া সাক্ষী প্রদান করিল। গভর্ণমেণ্টের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

ভৃ। আমার নাম বিলাত মালি খাঁ।

গ-উ। তুমি কি জাতি ?

ভৃ। মুসলমান।

গ-উ। নিবাস কোথায় ?

ভৃ। পাটনা জেলায়।

গ-উ। কলিকাতায় কতদিন আছ ?

ভৃ। কুড়ি বৎসর হইবে।

গ-উ। মিষ্টার রসেলের নিকট কতদিন আছ ?

ভৃ। যতদিন কলিকাতায় আসিয়াছি, ততদিন উহাঁদের বাড়ীতেই আছি। আমার চাচা এই সাহেবের বাপের চাকর ছিলেন,—তার পরে আমি হই। সেই পর্য্যন্তই আছি।

গ-উ। তোমার বয়স কত ?

ভৃ। পঞ্চাশ বৎসর হইবে।

গ-উ। তুমি ইংরাজী জান ?

ভৃ। না।

গ-উ। বাঙ্গ্লা ?

ভৃ। তাও ভাল জানি না।

গ-উ। হিন্দি?

ভৃ। হিন্দি আমার মাতৃভাষা,—তা জানি।

গ-উ। হিন্দি লিখিতে পড়িতে জান?

ভৃ। জানি।

গ-উ। তুমি সাহেবের নিকট কত বেতন পাও?

ভৃ। দশ টাকা।

গ-উ। তুমি রোসেটি নাম্নী কোন মেমকে তোমার মনিব-সাহেবের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে দেখিয়াছ কি?

ভৃ। হাঁ দেখিয়াছি।

গ-উ। তোমার মনিব কোনদিন তাহার বাড়ীতে গিয়াছেন?

ভৃ। হাঁ, গিয়াছেন।

গ-উ। তোমার স্মরণ আছে কি,—একরাত্রি রোসেটির বাড়ী বসিয়া তোমাকে তোমার মনিবসাহেব স্মিথ কোম্পানীর বাড়ীতে কোন ঔষধ আনিতে পাঠাইয়াছিলেন?

ভৃ। হাঁ, তা' আমার বেশ মনে আছে।

গ-উ। সে ঔষধের নাম তুমি জান কি?

ভৃ। না। আমার মনিবসাহেব একটা কাগজে লিখিয়া দেন, এবং আমার নিকট চারি আনার পয়সা দেন, আমি সেই কাগজ এবং পয়সা স্মিথ সাহেবের দাওয়াইখানায় দাখিল করিয়া দিলে, তাঁহারা ঐ ঔষধ আমাকে দেন, আমি আবার তাহা লইয়া গিয়া সাহেবের নিকট পঁহুছিয়া দিই।

গ-উ। সাহেবের নিকট ঔষধ পঁহুছাইয়া দিয়া তুমি কি সাহেবের বাসায় চলিয়া গিয়াছিলে?

ভৃ। না।

গ-উ। তুমি কি সে রাত্রি আদৌ বাড়ী ফিরিয়া যাও নাই?

ভৃ। অনেকক্ষণ পরে গিয়াছিলাম।

গ-উ। সাহেব সে ঔষধ লইয়া কি করিয়াছিলেন?

ভৃ। একটা বোতল হইতে আর একটা বোতলে খানিক মদ ঢালিয়া সেই মদের মধ্যে ঐ ঔষধের খানিক মিশাইয়া রাখেন।

গ-উ। মিশাইয়া কি উহা তুলিয়া রাখেন?

ভৃ। না। এলিজার হাতে দেন।

গ-উ। এলিজা কে?

ভৃত্য ডকস্থিত এলিজাকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিল। উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এলিজা উহা লইয়া কি করিলেন?"

ভৃ। উনি সেই বোতল লইয়া চলিয়া গেলেন।

গ-উ। কোথায় গেলেন?

ভৃ। কোথায় গেলেন তা বলিতে পারি না।

গ-উ। তারপরে তোমার মনিব সাহেব কোথায় গেলেন, তুমি বা কোথায় গেলে?

ভৃ। জানি না কি কারণে রোসেটি বিবির সহিত আমার মনিব সাহেবের ঝগ্‌ড়া আরম্ভ হয়। আমি ইংরাজী জানি না বলিয়া উহাদিগের মধ্যে কি কি কথোপকথন হইয়াছিল, বুঝিতে পারি নাই; তবে ভাব ভঙ্গী দেখিয়া ঝগ্‌ড়া বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

গ-উ। ঝগ্‌ড়াতে রাগ অধিক কাহার বলিয়া বোধ হইয়াছিল?

ভৃ। রোসেটিই যেন অধিক রাগিয়াছিলেন, বোধ হইল। আমার মনিব সাহেব যেন তাঁহাকে বুঝাইতে যাইতেছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট উকীল বলিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রুসেলের কৌন্সলিকে জেরা করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"সকল সাক্ষীর সাক্ষী দেওয়া শেষ হইলে আমি প্রয়োজন বুঝিলে জেরা করিব। আর প্রয়োজন না বুঝিলে, একেবারে সেসন আদালতে গিয়া জেরা করিব।"

অতঃপর পার্কষ্ট্রীটের ব্যারাকের চিত্রকর স্পেন্সার সাহেব সাক্ষী দিতে উঠিলেন। গভর্ণমেণ্টের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

স্পে। আমার নাম ই, জি, স্পেন্সার।

গ-উ। আপনি কোথায় থাকেন?

স্পে। পার্কষ্ট্রীটের ব্যারাকে।

গ-উ। আপনার বয়স কত?

স্পে। সত্তর বৎসর হইবে।

গ-উ। আপনার জন্মভূমি কোথায়?

স্পে। ইটালি।

গ-উ। আপনি কি কার্য্য করেন?

স্পে। আমি চিত্রকর।

গ-উ। ঐ ব্যারাকে কত দিন আছেন?

স্পে। সাত আট বৎসর হইতে ঐ বাড়ীতে আছি।

গ-উ। ঐ বাড়ীতে একটী মার্কিন চিত্রকর আসিয়া বসতি করিতেছিল, আপনি তাহাকে জানিতেন?

স্পে। জানিতাম।

গ-উ। তাহার কিসে মৃত্যু হইয়াছে, বলিতে পারেন ?

স্পে। ঠিক বলিতে পারি না। তাহার যে রোগ হইয়াছে, ইহা আমরা আগে কেহই জানিতে পারি নাই। তাহার সহিত কাহারও বড় মিল ছিল না। তাহার তত্ত্ব তল্লাস কেহই বড় লইত না।

গ-উ। কেন, তাহার চরিত্র কি ভাল ছিল না ?

স্পে। না,—তাহার চরিত্র খুব ভাল ছিল, তবে সে কাহারও সহিত মিশিত না বা কেহ তাহার সহিত মিশিতে গেলে সে ভালবাসিত না।

গ-উ। আপনি মিষ্টার রসেলকে চেনেন ?

স্পে। হাঁ, ঐ যিনি ডকে দাঁড়াইয়া আছেন, ঐ রসেলকে আমি চিনি।

গ-উ। নেটালি নাম্নী রমণীকে উনি ভালবাসিতেন, তাহা আপনি জানেন ?

স্পে। তাও জানি।

গ-উ। কি প্রকারে জানিলেন ?

স্পে। আগেও জানিতাম, কিন্তু তখন জানিতাম—মদ আর মেয়েমানুষ যেমন লোকের প্রিয় হয়, নেটালি রসেলের তেমনিই প্রিয়। কিন্তু তারপরে যখন নেটালি মার্কিন যুবককে ভালবাসিয়া রসেলের নিকট যাইত না,—তখন বুঝিয়াছিলাম, রসেল তাহাকে তার চেয়ে আরও একটু বেশী ভালবাসে।

গ-উ। কি প্রকারে তাহা জানিলেন ?

স্পে। তাহার জন্য রসেলের কষ্ট হইত,—তাহাকে পাইবার জন্য রসেল বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

গ-উ। কি কি উপায় ?

স্পে। তাহাকে স্বতঃপরতঃ নানাবিধ প্রলোভন দেখাইত।

গ-উ। আপনি, মিষ্টার জন্ ও দ্বিজপদ বাবু এই দুইজন পুলিস কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন,—একদিন মদ খাইতে খাইতে নেটালিকে আহ্বান করিয়া না পাইয়া এবং নেটালি রসেলকে উপেক্ষা করিয়া মার্কিন যুবকের গৃহে চলিয়া যাওয়ায়, রসেল বলিয়াছিল, আমি মার্কিন যুবককে তাড়াইয়া নেটালিকে লাভ করিব,—ইহা কি সত্য ?

স্পে। হাঁ, সত্য।

গ-উ। তারপর মার্কিন যুবককে তাড়াইবার জন্য বা তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য রসেল যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আপনি অবগত আছেন ?

স্পে। না। আমি তার কিছুই জানি না।

গ-উ। নেটালি কি মার্কিন যুবককে ভালবাসিত ?

স্পে। আমার তাই বোধ হয়।

গ-উ। কি প্রকারে সে বিশ্বাস হইয়াছিল ?

স্পে। নেটালির ভাবগতিক দেখিয়া সে বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছিলাম।

গ-উ। সেরূপ ঘটনা একটাও কি আপনার স্মরণ নাই ?

স্পে। হাঁ—এক আধটা বলিতে পারি।

গ-উ। বলুন।

স্পে। আপনারা বোধ হয় জানেন, নেটালি চিত্রাদর্শ ছিল। যে সময়ে সে ঘন ঘন মার্কিন যুবকের গৃহে যাইত, সে সময়ে আমরা অনেকেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে বুঝি মার্কিন যুবককে

ভালবাসিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ রূপগর্ব্বিতা রমণীগণের যে কাহারও উপরে ভালবাসা হয়, সে বিশ্বাস আমার কমই ছিল। আমি এক দিন নেটালিকে আদর্শ করিয়া চিত্রাঙ্কণের জন্য তাহাকে আমার গৃহে লইয়া গিয়াছিলাম,—হঠাৎ ঐ কথাটা মনে পড়ায়, আমি চিত্র আঁকিতে আঁকিতে নেটালিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি মার্কিন যুবকের কক্ষে এত ঘন ঘন যাও কেন?"

তাহাতে নেটালি বলিয়াছিল,—"সে আমার ছবি আঁকিতেছে।"

আমি বলিলাম,—"এত টাকা সে কোথা পায় যে, তোমাকে রোজ রোজ কক্ষে লয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া টাকা নাও না বুঝি?"

নে। হাঁ, আমি তাঁর কাছে টাকা নিই না।

আ। কেন?

নে। তিনি অতি ভাল লোক।

আ। তুমি তাকে কেমন দেখো?

নে। কেমন দেখি—বলবো, কেমন দেখি?

আ। বল না—শুনলেও খুসী হ'ব।

নে। দেখ্‌লাম, তিনি অতীব মহান্‌। তুমি, আমি ও আমাদের অন্যান্য বন্ধুগণ সকলেই জড় শরীর; একমাত্র তিনি এই জড় শরীর মধ্যে প্রাণরূপে অবস্থিত।

আমি চিত্র করিতে করিতে শিস্ দিতে দিতে বলিলাম,—"রমণীর পক্ষে প্রাণ লইয়া খেলা করা বড় বিপজ্জনক।"

আমার উপর যেন ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নেটালি বলিয়াছিল,—"তা সত্য বটে!"

সেই দিনই আবার নেটালি মার্কিন যুবকের কক্ষে গিয়াছিল। আরও একদিনের কথা বলিতেছি,—"মার্কিন যুবক একটী চৌবাচ্চার নিকট দাঁড়াইয়া সাবান মাখিতেছিল, সে দরিদ্র, এক-খানা আট পয়সা দামের সাবানের একটু ভগ্নাংশ লইয়া গায়ে ডলিতেছিল,—নেটালি একখানা মূল্যবান সাবান লইয়া গিয়া যেন বড় ভয়ে ভয়ে বলিল, যদি এখানা নাও—আমি বড় খুসী হই। মার্কিন যুবক বলিল,—তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উহা গায়ে মাখিতে পারি, কিন্তু আমার অবস্থার চেয়ে বেশী হয়। যদি মাপ কর, আমি উহা মাখিব না।" নেটালি সাবানখানা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"তবে আর কাজ নাই।" কিন্তু নেটালির দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সব দেখিয়া প্রেমের লক্ষণ বেশ বুঝিতে পারিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রোসেটি।

স্পেন্সারের সাক্ষ্য প্রদান সমাধা হইলে, তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া রোসেটিকে ডাকা হইল।

রোসেটির পরিচয় দেওয়া হয় নাই। রোসেটি অপবিত্র সম্মিলনে জন্মগ্রহণ ও অপবিত্র পল্লীতে বসতি করে। তাহারা দুই ভগিনী,—বড় এলিজা। এলিজার অনেক বয়স হইয়াছে, বয়সে সে কিছু অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিল, সেই অর্থদ্বারা সে পার্কষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া তাহা ভাড়াটিয়াদিগকে বিলি করিয়া ভাড়া আদায় করে. ও সেই বাড়ীর নিম্নতলে একটি সামান্য প্রকারের হোটেল করিয়া ঐ ভাড়াটিয়াগণকে খাওয়াইয়া তাহার লভ্যাংশ গ্রহণ করে; এই উভয় প্রকারে তাহার মাসিক বেশ দু-পয়সা রোজগার হয়।

রোসেটি ভরা যৌবনে এক প্রেসম্যানের প্রণয়ে পড়িয়া তেমন অর্থাদি কিছুই করিতে পারে নাই। এখন যৌবনগমনোন্মুখ, প্রায় জবাব দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে, এ অবস্থায় সে অকূলেই পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার দিদি এলিজা

এই সময়ে চরিত্রহীন রসেলকে নেটালির জন্য বাড়ীতে পাইয়া তাহাকে এক প্রকার রাজি করিয়া রোসেটিকে গছাইয়াছে। সম্প্রতি ধনী রসেলের অনুগ্রহে রোসেটির একপ্রকার সুখেই দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু রোসেটির স্বভাব কিছু খিট্‌খিটে, তাহার সহিত রসেলের সর্ব্বদা বনিবনাও হইত না। এক একবার সে রসেলকে বেশ উত্তম মধ্যম শুনাইয়া দিত, কিন্তু আবার নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া মিথ্যাভাণে রসেলকে ভুলাইত। এইরূপে দিন কাটিতেছিল।

রোসেটি সাক্ষীর ডকে উঠিয়া যথারীতি হলফ করিলে গভর্ণমেণ্টের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

রো। আমার নাম রোসেটি

গ-উ। তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ?

রো। আমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

গ-উ। তুমি কি বারবনিতা ?

রো। হাঁ।

গ-উ। তুমি কোথায় বাস কর ?

রো। ধর্ম্মতলার মোড়ে—একটা বাড়ীতে।

গ-উ। সে বাড়ীতে তোমার মত আর ক'জন আছে ?

রো। আর দু'জন।

গ-উ। মিষ্টার রসেলকে তুমি চেন ?

রো। কোন্ রসেল ?

গ-উ। চাহিয়া দেখ দেখি—এই আদালতের মধ্যে তোমার পরিচিত কোন রসেল আছেন কি না ?

রো। (চাহিয়া দেখিয়া) হাঁ, ঐ রসেলকে আমি চিনি।

গ-উ। কি প্রকারে চেন ?

রো। উহাঁকে আমি ভালবাসি, আমার বিশ্বাস, উনিও আমায় ভালবাসেন।

গ-উ। তোমাদের এই ভালবাসাবাসি কতদিন হইয়াছে

রো। কত দিন ? দু'মাস আড়াই মাস হবে।

গ-উ। নেটালি বলিয়া কোন স্ত্রীলোককে তুমি চিনিতে ?

রো। না,—তবে তার নাম শুনিয়াছি ?

গ-উ। কোন্ সূত্রে তাহার নাম শুনিয়াছ ?

রো। আমার দিদি এলিজা ও আমার প্রিয়তম মিষ্টার রসেল এই দুইজনে তাহার নাম করিয়াছে ?

গ-উ। তাঁহাদের যখন নেটালি সম্বন্ধে কথোপকথন হইত, তখন তুমি কি বুঝিতে ?

রো। বুঝিতাম, নেটালিকে মিষ্টার রসেল ভালবাসেন,—আর দিদি তাহাকে ভুলিবার জন্য রসেলকে উপদেশ দেন। প্রায়ই তিনি এই মর্ম্মে উপদেশ দিতেন,—তার কপালে সুখ নাই, তাই সে সোণা ফেলিয়া রাং গ্রহণ করিল। মার্কিন যুবক দরিদ্র, নেটালি তাকেই ভাল বাসিয়াছে—যেমন কপাল!

গ-উ। মার্কিন যুবককে তুমি জানিতে ?

রো। ঐ যা নাম শুনিতাম, কিন্তু সে যে কে, তা আমি জানি না বা জানিতাম না।

গ-উ। কোন দিন রাত্রে মিষ্টার রসেল তোমার বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার ভৃত্যকে দিয়া স্মিথ সাহেবের বাড়ী হইতে কোন ঔষধ কিনাইয়া আনিয়াছিলেন ?

রো। হাঁ, আনিয়াছিলেন।

গ-উ। সে ঔষধ দেখিতে কি প্রকার?

রো। সাদা গুঁড়া।

গ-উ। সে ঔষধ আসিলে তাহা লইয়া মিষ্টার রসেল্ কি করিয়াছিলেন।

রো। আমার আলমারির মধ্যে রসেল এক বোতল সেম্পেন আনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সেম্পেনের বোতল পাড়িয়া তাহার কর্ক খুলিয়া আর একটা খালি বোতলে খানিক মদ ঢালিয়া রাখিয়া সেই স্যাম্পেনের বোতলে ঐ গুঁড়া খানিক মিশাইয়া দিদিকে দিয়াছিলেন।

গ-উ। দিবার সময় তোমার দিদিকে সাহেব কোন কথা বলিয়াছিলেন?

রো। হাঁ, বলিয়াছিলেন।

গ-উ। কি বলিয়াছিলেন?

রো। বলিয়াছিলেন,—শোন এলিজা, আমার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিলে আমি তোমাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিব।

গ-উ। তাহাতে এলিজা কি বলিল?

রো। এলিজা বলিল, যে উপায় অবলম্বিত হইল, তাহাতে আমি তোমার কার্য্যোদ্ধার সহজে করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি।

গ-উ। তারপরে এলিজা কি বলিল?

রো। এলিজা সেই ঔষধ মিশ্রিত সেম্পেনের বোতল লইয়া চলিয়া গেল।

গ-উ। হাঁটিয়া গেল?

রো। না।

গ-উ। ফিরে গেল?

রো। আমার চাকর একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতেই গেল।

গ-উ। এলিজাকে তুমি চেন?

রো। হাঁ চিনি। এলিজা আমার দিদি, আমি তাহাকে চিনি না! ঐ যে আমার দিদি মিষ্টার রসেলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

গ-উ। সেদিনকার ঘটনা তুমি বিশেষ করিয়া মনে করিয়া রাখিতে পারিয়াছ কেন?

রো। সেদিন ঐ ব্যাপার লইয়া মিষ্টার রসেলের সঙ্গে আমার একটু ঝগ্‌ড়া হয়,—কাজেই আমার সব কথা বেশ স্মরণ আছে। আর কথাও এমন ত অধিক দিনের নয়।

গ-উ। ঐ ব্যাপার লইয়া তোমার সহিত মিষ্টার রসেলের ঝগ্‌ড়া হইয়াছিল কেন?

রো। স্যাম্পেনের ভিতর ঐ ঔষধ মিশান হইল কেন, উহা কাহার জন্য প্রেরিত হইল,—ঐ ঔষধের ক্রিয়াই বা কি,—আর দিদি, রসেলের কি কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিলে, হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে, আমি রসেলের নিকটে জানিতে চাহি,—রসেল তাহা কিছুতেই বলেন না। আমার তাহাতে রাগ ও অভিমান হয়, তাহাই লইয়া ঝগড়া।

গ-উ। মিষ্টার রসেল তোমাকে সে সম্বন্ধ কিছু বলিয়াছিলেন?

রো। না।

গ-উ। তোমার দিদিকে এ সম্বন্ধে কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

রো। না।

গ-উ। কেন?

রো। দিদিকে আমি বড় ভয় করি। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমায় প্রায় বলেন না, অধিকন্তু তিরস্কার করেন,—এ গোপনীয় কথা কখনই আমাকে বলিবেন না—আর ঝগড়া করিবেন, ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।

গ-উ। তাহা হইলে তোমার দিদির সঙ্গেই তোমার সদ্ভাব নাই?

রো। সে কিগো! আমার দিদির সঙ্গে আমার সদ্ভাব থাকিবে না কেন? বড় ভাগিনীকে যেরূপ ভয় করিতে হয়, আমি সেইরূপ ভয় করি—নতুবা দিদিই এখন আমার মুরুব্বি।

গ-উ। তোমার দিদির সহিত মিষ্টার রসেলের এ সম্বন্ধে আর কোন দিন কোন কথা হইয়াছিল?

রো। হাঁ, একদিন হইয়াছিল,—সে বেশীদিনের কথা নহে।

গ-উ। কি কথা হইয়াছিল?

রো। সে ও আমার বাড়ীতে। আমি, দিদি আর রসেল তিনজনে, একত্র মদ খাই। হঠাৎ আমার শরীরটা একটু অসুখ মত করায় আমি গিয়া শয়ন করি,—উহারা তখনও মদ খাইতে-ছিল।

গ-উ। তুমি যেখানে শয়ন করিয়াছিলে, সে উহাদের কত দূর তফাতে?

রো। বেশী নয়, দশ বার হাত।

গ-উ। কি কথা হইল?

রো। কথা অনেক হইয়াছিল,—আমি সকল বুঝিতে

পারি নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাই মনে আছে,—কিন্তু সে কথা সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। মাঝে মাঝে দুই একটা কথা কি না!

গ-উ। সে কথাগুলা কি বল দেখি?

রো। দিদি বলিল,—"আমার টাকা?"

রসেল বলিল,—"কিছু দেবো।"—তারপর আর কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। তারপর দিদি বলিল,—"সে দোষ কি আমার? আমি যা করেছি, মানুষে করে না। আহা, লোকটা বড় ভালমানুষ ছিল,—একটু একটু ক'রে খাইয়ে যমের বাড়ী পাঠালাম। * * * * টাকা না দিলে আমি গোলমাল করিব। * * *।" রসেল বলিল,—"যার জন্য যা * * * * * সেও গিয়াছে,—নিজ হস্তে তাকে খুন করেছি—পুকুরের জলে ভাসিয়েছি * * * * * তবে কেন * * * * শুধু সাদা *।" দিদি বলিল, "ধর্ম্ম আছেন * * * আমি টাকার জন্যই মানুষে যা করে না তাই করিয়াছি * *।"

রোসেটির সাক্ষীতে মোকদ্দমা প্রমাণ হইতে আর কিছুই বাকি থাকিল না। তারপরে ডাক্তার—এল্ সাক্ষী দিলেন, মার্কিন যুবকের তলপেটের নাড়ীতে ক্যানসার হইয়াছিল, এবং সেই ক্যানসারেই সে মরিয়াছে। আমি যখন তাহাকে চিকিৎসার্থ প্রাপ্ত হই, তখন তাহার আসন্নকাল। ক্যানসার আর্সেনিক সেবনে, অধিক শীত ভোগে, উপবাসে ও আমাশয় রোগে হইতে পারে।"

অতঃপর গভর্ণমেণ্টের উকীল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট

মোকদ্দমাটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, যে সকল সাক্ষী প্রদত্ত হইল, তাহাতেই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, "মিষ্টার রসেল নেটালিকে ভালবাসিত, নেটালিও পূর্ব্বে রসেলকে অনুগ্রহ করিত, কিন্তু খুব সম্ভব ভালবাসিত না। বাজারের রমণীগণ ভাল না বাসিয়াও শুধু মুখের কথায় ভুলাইয়া চরিত্রহীন যুবকগণকে মোহের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়া থাকে। নেটালিও ঐ প্রকারে মিষ্টার রসেলকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

"তৎপরে মার্কিণ যুবককে নেটালি হয়ত যথার্থ ভালবাসিয়াছিল, কাজেই রসেলের আহ্বানে সে আর উহার নিকটে যাইত না—তাহা স্পেনসারের সাক্ষীতে বিশেষরূপেই প্রমাণ হইয়াছে—রসেল ধনী ও কুচরিত্র—তিনি মার্কিন যুবককে হত্যা করিয়া নেটালির ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দূর করিবার মনস্থ করেন। সে সংকল্পের ফলে স্মিথ সাহেবের বাড়ী হইতে আর্সেনিক আনাইয়া স্যাম্পেনের সহিত মিশাইয়া এলিজার নিকট প্রদান করেন, এবং উহা সেবন করাইয়া হতভাগ্য মার্কিন যুবককে হত্যা করিতে বলেন, এবং হত্যা করিলে তৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে সহস্র মুদ্রা দিতে চাহেন। মার্কিন যুবক এলিজার হোটেলে ভোজন করিত, পানীয়রূপে এলিজা মার্কিন যুবককে ঐ বিষ মিশ্রিত মদ্য পান করিতে দিয়াছে। আর্সেনিকের সংগ্রাহীকা শক্তি আছে, ক্রমে ক্রমে বিষ নাড়ীতে সঞ্চিত হইয়া ক্যান্সারের উৎপত্তি করিয়াছে ও হতভাগ্য যুবককে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়াছে। ইহাতে এলিজা ও রসেল উভয়েই নরহত্যা অপরাধে অপরাধী।

"নেটালিকেও রসেল হত্যা করিয়াছে। বোধ হয়, মার্কিন-

যুবকের হত্যার পর রসেল নেটালিকে ডাকিয়া যাহাতে সে রসেলের হয়, তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু নেটালি তখন প্রণয়ীকে হারাইয়া শোকান্বিতা। খুব সম্ভব, সে উহা-দিগেরই কুকার্য্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাও হয়ত রসেলকে বলে। রসেল একে ব্যর্থ প্রণয়ের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া-ছিল, আবার তদুপরি আত্মকৃত নরহত্যার কথা পাছে পুলিসে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে ভীত হইয়া সকল জ্বালার অবসান করিবার জন্য নেটালিকে হত্যা করে। রোসেটির সাক্ষীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে—রসেল এলিজাকে বলিয়াছে—যাহার জন্য যা, তাহাকে নিজ হস্তে হত্যা করিয়া পুকুরের জলে ভাসাইয়া দিয়াছি। অতএব নেটালিকেও যে, রসেল হত্যা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"করোণারের পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, অহিফেন সেবন দ্বারা নেটালির জীবলীলার অবসান হইয়াছে। বোধ হয়, রসেল তাহাকে একটু মদ খাওয়াইয়া ছিল এবং সেই মদের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে অহিফেণের আরোক মিশাইয়া দিয়া থাকিবে।

"রসেল যে এই দুইটি নরহত্যার নায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ গোপনে যে সকল নরহত্যা সম্পাদিত হয়,—ইহার অধিক সাক্ষ্য পাওয়া তাহাও একান্ত দুর্ঘট। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় যেরূপ সাক্ষী দিয়াছে, তাহাতে এ মোক-দ্দমা একরূপ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। অতএব, দোষীকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করা হউক।"

সরকারি উকীল আসনে উপবেশন করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এলিজাকে বলিলেন,—"তোমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা প্রকাশ পাইল, সমস্ত শুনিলে ত ?"

এ। হাঁ, শুনিয়াছি।

ম্যা। এ সকল দোষে তুমি দোষী কি ?

এ। না।

রসেলের মুখের দিকে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দুইটি নরহত্যা অপরাধে তুমি দোষী কি না ?"

রসেল ছল ছল নেত্রে বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি চরিত্রহীন বটে, কিন্তু নরহত্যা করি নাই, বা সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উহাদিগের উক্তি লিখিয়া লইয়া তাহাদিগের কৌন্সলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি সাক্ষীদিগকে জেরা করিবেন কি না, এবং কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করেন কি না ?"

কৌন্সলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"সাক্ষীর জেরা এবং যাহা বলিবার আছে, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে চাহি না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন,—"বলিবার আর অধিক কিছুই নাই। আমি এই মোকদ্দমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি, অতএব উভয় আসামীকে আমি নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া মহামান্য সেসন আদালতে সমর্পণ করিলাম।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বাবু।

রসেল ও এলিজা এই দুইজনে সেসনে সমর্পিত হইলে, একদিন দ্বিজপদ বাবুর সহিত রসেলের কর্ম্মচারী সেই বাঙ্গালী বাবুটির সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! আমার মনিব নিরপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।"

দ্বিজপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার মনিব যে নিরপরাধ, তাহা আপনি জানিলেন কি প্রকারে?"

বা। আমি জানি, আমার মনিব সাহেবের চরিত্র অন্য বিষয়ে হীন হইলেও অত্যন্ত কোমল—তাঁহার ন্যায় কোমল চরিত্র ব্যক্তির দ্বারা নরহত্যা সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে।

দ্বি। চরিত্রহীন যুবকগণের দ্বারা না ঘটিতে পারে এমন কোন অপকর্ম্মই নাই। তোমার মনিব প্রেমের ঈর্ষায় পড়িয়া এই নরহত্যা দুইটি সম্পন্ন করিয়াছেন।

বা। বিশ্বাস হয় না।

দ্বি। কেবল বিশ্বাসের কথা আর আছে কি? তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য যাহা দিয়াছে—তাহাতে যথেষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

বা। সাক্ষীর মধ্যে রোসেটি প্রধান,—কিন্তু রোসেটি মিথ্যা বলিয়াছে।

দ্বি। তোমার ভুল ধারণা;—রোসেটি মিথ্যা বলিবে কেন?

বা। বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে,—সে কারণ আমি গত পরশ্ব হাজতে গিয়া আমার মনিবের নিকট শুনিয়া আসিয়াছি।

দ্বি। সে কারণ কি?

বা। আমার মনিব যে দিন আপনাদের দ্বারা ধৃত ও বন্দী হয়েন, তাহার পূর্ব্বদিবস রোসেটির নিকট নগদ আড়াই হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

দ্বি। তাহাতে মিথ্যা কথা বলিবার কারণ?

বা। এই মোকদ্দমায় মিষ্টার রসেলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে যদি তাঁহার ফাঁসি হইয়া যায়, তবে বিনা ওজর আপত্তিতে ঐ টাকাগুলি রোসেটি ভোগ দখল করিতে পাইবে। আর যদি রসেল ভাগ্যবলে ও পিতৃপুণ্যফলে অব্যাহতি পান, তথাপি রোসেটি টাকা দিবেনা,—রসেল নালিশ করেন, রোসেটি বলিবে—আমি গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া যথার্থ সাক্ষী দিয়াছিলাম, সে রাগে রসেল আমাকে এই মিথ্যা টাকার দাবী দিয়া নালিশ করিয়াছেন।

দ্বি। ভাল, তাহাই হইল। কিন্তু এলিজা তাহার দিদি,—তাহার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা সাক্ষী দিয়া তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিবে না। খাঁটি মিথ্যা সাক্ষী দিতে হইলে, সে অন্য প্রকারেই দিতে পারিত,—যাহাতে কেবল রসেল বিপদে পড়ে—অথচ এলিজা বাঁচিয়া যায়।

বা। এলিজা উহার দিদি—এলিজার আর কেহ নাই,—এলিজার যদি ফাঁসি হয়, এলিজার বিষয়ও রোসেটি পাইবে এই আশা!

দ্বি। অসম্ভব! এমন হইতেই পারে না। আরও তোমার সাহেবেরই ভৃত্য বিলাতআলি বলিয়াছে—সে ঔষধ আনিয়া দিয়াছে, এবং মদের সহিত ঐ গুঁড়া ঔষধ মিশাইয়া এলিজার হাতে দিতে দিয়াছে, এলিজা তাহা লইয়া গিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছে।

বা। তা বটে, কিন্তু আমি আপনাকে আরও একটি কথা বলিতে চাহি। আমি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেছি—আমার মনিব সাহেব নির্দ্দোষ।

দ্বি। ভাল, তাহার পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করুন, যদি নির্দ্দোষ হন, খালাস পাইলে সুখী হইব।

বা। আমি কেরাণী, কেরাণীগিরি বুদ্ধিতে এসকল হাঙ্গামফ্যাসাদের কিনারা হয় না। আপনাকে একহাজার টাকা পারিশ্রমিক দিতেছি, আপনি আমাদের হইয়া একবার অনুসন্ধান করুন। হয়ত প্রকৃত রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে, আসল দোষী ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইতে পারিবে,—আর নির্দ্দোষ ব্যক্তিও খালাস পাইবে।

দ্বি। টাকায় আমার প্রয়োজন নাই। সন্ধানও আমি যত দূর করিতে হয়, তাহা করিয়াছি।

বা। সন্ধান ঠিক হয় নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

দ্বি। আমরা যতক্ষণ বুঝিয়াছিলাম ঠিক হয় নাই, ততক্ষণ সন্ধান পরিত্যাগ করিয়া মোকদ্দমার দিন ফেলি নাই, সন্ধান শেষ করিয়াই তবে মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়াছি।

বা। মানুষ অপূর্ণ—ভূল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ। ভুল সকলেরই হয়, আপনাদেরও হইয়াছে। কিন্তু আপনাদের ভুলে যদি দুইটি

নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হয়, আপনাদেরও মহাপাতক হইবে, আর যাহারা দোষী তাহাদের ত কথাই নাই।

দ্বিজপদ বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, প্রতিশ্রুত হইলাম, আমি আর একবার চেষ্টা করিব।"

বা। আপনি পারিশ্রমিক স্বরূপ হাজার টাকা যদি লয়েন, আমি কল্য আপনার বাসায় পৌঁছাইয়া দিতে পারি।

দ্বি। এক পয়সাও না। গভর্ণমেণ্ট আমাকে টাকা দিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট বলেন নাই, তাঁহার নির্দ্দোষ প্রজাকে আনিয়া ফাঁসি দিতে হইবে। আমি গবর্ণমেণ্ট হইতে পুনরায় সন্ধান করিব।"

সাহেবের কর্ম্মচারীবাবু অগত্যা চলিয়া গেলেন, দ্বিজপদ বাবু ভাবিতে লাগিলেন। বাবুটি দৃঢ়তার সহিত যে প্রকারে কথাগুলি বলিলেন, তাহা শুনিয়া যেন বোধ হয়, উনি বিশ্বাস করেন, মিষ্টার রসেল নরহত্যা করেন নাই। কিন্তু প্রমাণে কোন ছিদ্র নাই। উঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অনুসন্ধান করিয়া দেখিব—কিন্তু অনুসন্ধান করিব কি প্রকারে? অনুসন্ধান করিব কোথায়?

দ্বিজপদবাবুর মনে হইল, নেটালি যে বাড়ীতে বাস করিত, একদিন মাত্র সে বাড়ীতে যাওয়া হইয়াছিল,—গোপন ভাবে আর একদিন সেখানে গেলে হয়,—রোসেটি সম্বন্ধে কর্ম্মচারী বাবু যাহা বলিলেন, তাহা যে সত্য হইতে পারে না, তাহারও কোন কারণ নাই। চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদিগের অসাধ্য কিছুই নাই; কিন্তু সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার আমার পন্থা কৈ?

সেই দিনই বৈকালে দ্বিজপদ বাবু সাধারণ ভদ্রলোকের বেশে বাসা হইতে বাহির হইয়া একেবারে রোসেটি যে বাড়ীতে বাস করিত, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রোসেটি দ্বিজপদ বাবুকে দেখিয়া পুলিস কর্ম্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিল না, কিন্তু পোষাকের জাঁক জমক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়া আদর আহ্বানে ডাকিয়া বসাইল।

দ্বিজপদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাত্রে থাকিতে পাওয়া যাইবে?"

রো। হাঁ, যাইবে,—কিন্তু টাকা বেশী চাই।

দ্বি। কত?

রো। সমস্ত রাত্রি থাকিতে ইচ্ছা করিলে একশত টাকা দিতে হইবে।

দ্বি। তাহাই দিব।

রো। আর আপত্তি কিছুই নাই।

দ্বিজপদবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। রোসেটি বলিল,—"তুমি মদ খাও?"

দ্বি। তা একটু আধটু খাই বৈ কি।

রো। তুমি বড় ভদ্রলোক,—কোথায় থাক?

দ্বি। বহুবাজার একটা মেসে।

রো। কি কাজ কর?

দ্বি। ব্যবসা করি।

রো। কিসের ব্যবসা।

দ্বি। ফটোগ্রাফের কাজ করি।

রো। আফিস আছে।

দ্বি। হাঁ, আছে বৈ কি।

রো। কোথায়?

দ্বি। চৌরঙ্গী।

রো। কেবল বাঙ্গালী লোকেই সেখানে ফটো তোলায়, না ইংরেজেরাও তুলায়?

দ্বি। ইংরেজ বাঙ্গালী মগ ফিরিঙ্গী সবই তোলায়।

রো। আমার ফটো তুলিয়া দেবে?

দ্বি। দিব—আহ্লাদের সহিত দিব। চাঁদের মধ্যে বসাইয়া ছবি তুলিয়া দিব।

রো। কবে যাইব?

দ্বি। যে দিন ইচ্ছা।

রো। তুমি কোন্ সময় আফিসে থাক?

দ্বি। বেলা বারটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত।

রোসেটি "একদিন যাইব" বলিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিল, এবং ভৃত্যকে মদ্য আনিতে আদেশ করিল। ভৃত্য মদ আনিয়া উপস্থিত করিলে উভয়ে পানারম্ভ করিলেন। দ্বিজপদ বাবু কৌশলে প্রাপ্ত মদ্যের অধিকাংশই বাহিরে ফেলিয়া দিতেছিলেন, এবং যাহাতে রোসেটি অধিকমাত্রায় পান করে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি এগারটা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঘড়িতে যখন এগারটা বাজিয়া সাত মিনিট হইয়াছে, সেই সময় নীচে হইতে পুরুষকণ্ঠে কে "রোসেটি রোসেটি" বলিয়া ডাক দিল।

স্বর শুনিয়া দ্বিজপদবাবু বুঝিলেন, ঐ স্বর কোন ফিরিঙ্গিপুরুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত।

রোসেটি বলিল,—"প্রিয় মহাশয়,আপনি একটু অপেক্ষা করুন, হয়ত কোন পাওনাদার বা কোন বন্ধু আমায় ডাকিতেছেন, আমি একবার দেখিয়া আসি। এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।"

দ্বিজপদ বাবু বলিলেন,—"তা যাবে বৈ কি! যাও না, কে ডাকিতেছে, শুনিয়া আইস।"

রোসেটি তখন মাতাল হইয়াছিল; সে টলিতে টলিতে চলিল। দ্বিজপদ বাবু নিঃশব্দপদসঞ্চারে দেওয়ালের গাত্রে গা মিশাইয়া রোসেটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন।

যে ব্যক্তি নিচে জলের কলের চৌবাচার নিকট একটা ক্ষুদ্র লণ্ঠন হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বস্তুতই একজন ফিরিঙ্গি যুবক। আকার দীর্ঘ ও কর্কশ, পরিধানে প্রেসেরকালি রঞ্জিত জিনের কোট-পেন্টুলান। রোসেটি বলিল,—"তুমি এসেছ?"

ফিরিঙ্গি আরও কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"এসেছি, কিন্তু তুমি ত নাগর লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছ।"

রো। হার্ব্বাট! একরাত্রির জন্য একশত টাকা পেলেম বলে লোকটাকে বসিয়েছি।

হা। আবার টাকার কথা! এই যে, সে দিন বল্লে, রসেলের আড়াই হাজার টাকা মেরে নিতে পার্‌লেই আর কাকেও বসা'ব না; এতেই চলে যাবে। তারপর তোমার দিদির বাড়ী ও টাকা পাবার খুব সম্ভব আছে।

রো। দিদির বাড়ী আর টাকা পাবার সম্ভব আছে, কিন্তু তাদের ফাঁসি না হ'লে ত আর না।

হা। ফাঁসি হবে—তাতে আর সন্দেহ নাই।

রো। সে দিন শুনেছিলাম, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী তেমন নাকি জোরাল হয়নি—জজদের বিচারে, আর কৌন্সিলির বক্তৃতায় মোকদ্দামা ফেঁসে যাবে।

হা। যদি যায়, রসেলের আড়াই হাজার কোথাও যাবে না!

রো। কিন্তু আড়াই হাজার টাকা বসিয়া খেলে ক'দিন? তোমাকে বলিলাম, হার্ব্বার্ট, তুমিও সাক্ষী দাও—আরও একটু জোর হোক।

হা। আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না,—তুমি টাকা পাবে, বাড়ী পাবে, আর আমি মিথ্যা কথা বলিব! তা হতে পারে না।

রো। তবে নাকি তুমি আমায় ভালবাস! আমার টাকা থাকলে আমি কখনই অন্য লোক বসাই না,—তোমাকে নিয়েই থাকি।

হা। আমি তোমার জন্যে আর সব কাজ করিতে পারি, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, এই দুইটি কাজকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।

রো। তা কর কর,—কিন্তু আজ ফিরিয়া যাও।

হা। আমাকে আসিতে বলিয়াছিলে কেন? আমি কিছুতেই ফিরিব না।

রো। আমি যখন তাকে বসিয়েছি,—তখন ত উঠাতে পারি না।

হা। উঠাতে হবে,—আলবৎ হবে।

রো। ভদ্রলোককে এখন কি বলে উঠিয়ে দেব?

হা। কি ভদ্রতা বোধ গো!—আমি শালা কি অপরাধ করেছি—আমাকে আস্‌তে বলা হয়েছিল কেন?

রো। একশত টাকা ছেড়ে দেব?

হা। নিশ্চয়ই দেবে।

রো। যদি না দিই?

হা। তোমার সর্ব্বনাশ করিব।

রো। কি সর্ব্বনাশ করিবে ?

হা। তোমার মিথ্যা সাক্ষীর কথা আদালতে বলে দিব।

রো। তোমার কথা কি বাইবেলের কথা! আমি বলিব, ও রসেলের লোক,—তাই আমার বিরুদ্ধে ঐ সকল কথা বলিতেছে।

হা। ভাল, তাই না হয় হ'ল,—কিন্তু সেই কাগজপত্রগুলা।

রোসেটি নীরব হইল, হার্ব্বার্ট বলিল,—"কেমন, এখন ওকে উঠাবে কি না ?"

রোসেটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমার একশত টাকা গেল। তুমি ত ছাইও দেবে না।"

হা। দেব কোথা হতে ? প্রেসের জমাদারি কোরে মাসে ত্রিশটি টাকা পাই,—তা আমারই খরচে কুলায় না।

রো। তবে আমার চলে কি করিয়া ? আমি যে সকল কাজ করিব,—তাতে যোগ দেবে না। মিথ্যা কথা বলিতে পারিবে না,—লোক বসিয়ে রোজগার করিতে দেবে না,—আমার চলিবে কেমন করিয়া ?

হা। আমি সে সব কথা শুন্‌তে চাই না। আমি মদ খেয়েছি—অনেকখানি মদ খেয়েছি, তুমি শীগ্‌গির গিয়ে তাকে উঠিয়ে দাও—আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পাচ্চি না।

রোসেটি বলিল,—"এই জন্যই পীরিত করা নিষেধ। আমাদের সর্ব্বনাশ এম্নি করেই হয়। যাই—বলিগে। আহা, লোকটি বড় ভদ্র! আজ একশ টাকা গুণে দিত,—আজ একটু আদর আপ্যায়িত করে বিদায় দিলে আরও কোন না দু'দশ দিন

আস্‌তো! তারপর লোকটা ফটোগ্রাফার, কতকগুলি ছবিও তুলে নিতে পার্‌তাম!"

রোসেটি অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে উপরে যাইবার জন্য ফিরিল। দ্বিজপদ বাবু তাড়াতাড়ি আগেই উঠিয়া আসিয়া আপন আসনে উপবেশন করিলেন।

রোসেটি ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বলিল,—"মহাশয়, আপনাকে একটি দুঃখের কথা জানাইতে হইতেছে।"

দ্বি। কি?

রো। আমার এক মাসী আছেন,—তাঁহার কলেরা হইয়াছে বলিয়া ঐ লোকটা সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, আমাকে এখনই সেখানে যাইতে হইবে।

দ্বি। বড়ই দুঃখিত হইলাম,—কিন্তু কি করি! আত্মীয়! তাঁর যখন এত বড় অসুখ, তখন না গিয়ে ত পারা যায় না,—তুমি যাও, আমি আর একদিন আসিব।

রো। তাই আসিবেন,—মনে থাকিবে ত?

দ্বি: মনে আবার থাকিবে না!

রো। তবে এস।

দ্বি। আসি।

দ্বিজপদ বাবু বিদায় হইলেন।

বাসায় গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, রোসেটি যে আদালতে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহা ত স্পষ্টই জানা গেল। রসেলের কর্ম্মচারী যে টাকার কথা এবং অন্যান্য কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও ত সমস্ত সত্য। তবে কি রসেল মার্কিন যুবক ও নেটালিকে হত্যা করে নাই? যদি না করিয়া থাকে, তবে কে

তাহাদিগকে হত্যা করিল? রসেলের ভৃত্যও সাক্ষ্য দিয়াছে,—সে স্মিথের বাড়ী হইতে গুঁড়া ঔষধ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে,—সেও কি মিথ্যা বলিয়াছে?

ভাবিয়া চিন্তিয়া, দ্বিজপদ বাবু সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং তৎপর দিবস প্রভাতে উঠিয়া তিনি নেটালি যে বাড়ীতে বাস করিত, সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই একটি রমণীর সহিত দ্বিজপদ বাবুর সাক্ষাৎ হইল। রমণীটির বয়স প্রায় পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বিজপদ বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

র। হাঁ, আপনাকে পুলিস কর্ম্মচারী দেখিতেছি,—আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন?

দ্বি। এই বাড়ীতে নেটালি বলিয়া একটি সুন্দরী রমণী বাস করিত, আপনি জানেন কি?

র হাঁ, তা বিশেষ জানি।

দ্বি। তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছেন কি?

র। তাও শুনিয়াছি। ভাল কথা।—সে নাকি রসেল নামক কোন চরিত্রহীন যুবকের দ্বারা নিহত হইয়াছে?

দ্বি। তাহাই বলিয়া ত আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল।

র। বিশ্বাস হয়েছিল কি? তবে কি এখন সে বিশ্বাস নাই?

দ্বি। আছে, কিন্তু একটু সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে।

র। কেন?

দ্বি। সে কথা এখন বলিব না। কিন্তু নেটালি সম্বন্ধে আপনি আর কোন সংবাদ জানেন কি?

র। এক বাড়ীতে বাস করিতাম,—সেও আমার কত সংবাদ জানিত, আমিও তাহার কত সংবাদ জানিতাম। আপনার কি জানিবার প্রয়োজন, না জানিতে পারিলে তাহার কি সংবাদ জানিতাম, না জানিতাম, তা কি প্রকারে বলিতে পারিব?

দ্বি। সে কোন মার্কিন যুবকের নিকট যাতায়াত করিত, এবং সম্ভবতঃ তাহাকে ভালও বাসিত, সে সংবাদ আপনি জানেন কি?

র। না, তা ত আমি তার মুখে কখনও শুনি নাই। তবে মার্কিন উপাসনা মন্দির সম্বন্ধে এক ঘটনা অবগত আছি।

দ্বি। কি ঘটনা?

র। যে দিবস তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এবং আপনারা তাহার মৃতদেহ পুকুরের জলে পাইয়াছেন, তার আগের দিন,—সে একটা কাগজের পুলিন্দা রেজেষ্টরী আফিসে রেজেষ্টরী করে, এবং তাহা রেজেষ্টারি করাইয়া মার্কিন উপাসনা মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিকটে পাঠাইয়া দেয়।

দ্বি। সেই পুলিন্দার মধ্যে কি ছিল?

র। তাহা আমি বা রেজিষ্ট্রার সাহেব কেহই জানি না বা জানেন না। ঐ পুলিন্দাটী উত্তমরূপে মোড়ক ও শিলমোহর করিয়া নেটালি উহা রেজেষ্টরি করায়। তারপরে রেজেষ্টরি অফিষের সাহায্যেই উহা মার্কিন উপাসনা মন্দিরে পাঠাইয়া দেয়।

দ্বি। রেজেষ্টরী করিবার সময়, নেটালিকে সনাক্ত করে কে?

র। আমাদের বাসার দুইজন ভদ্র পুরুষ, ও মিঃ স্থাভেজ নামক প্রসিদ্ধ উকীল নেটালিকে সনাক্ত করিয়াছিল।

দ্বি। তাঁহারা কেহ ঐ পুলিন্দায় কি আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

র। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর পান নাই।

দ্বি। তারপর রেজেষ্টরী করিয়া নেটালি কোথায় যায়?

র। বাড়ী আসে।

দ্বি। তারপর?

র। তারপর সে তাহার টাকাকড়ি যাহা ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া মার্কিন উপাসনা মন্দিরে গমন করে।

দ্বি। সেখান হইতে কখন আবার ফিরিয়া আসে?

র। সন্ধ্যার পর। বাসায় আসিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করেন, পরে কোথায় চলিয়া যায়। সন্ধ্যার পর তাহাকে লইবার জন্য একখানি গাড়ী আসিয়াছিল।

দ্বিজপদবাবু সেই বাড়ীর যে দুইজন লোক নেটালিকে রেজেষ্টরী অফিসে সনাক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা রমণী যেমন বলিয়াছিলেন, তাহাকে ঠিক তদ্রূপ অবগত করাইলেন।

তখন দ্বিজপদবাবু সেস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক মার্কিন উপাসনা মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে তখন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বসিয়াছিলেন, তিনি পুলিস কর্ম্মচারীকে সমধিক আদর-যত্ন দেখাইয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন।

দ্বিজপদবাবু তথায় উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন,—"কোন সরকারি কার্য্যের অনুসন্ধানের জন্য আমার এখানে আগমন।"

পাদ্রীসাহেব বলিলেন,—"আপনি পুলিস-কর্ম্মচারী?"

দ্বি। আজ্ঞা হাঁ।

পা। আমার নিকট কি জন্য আগমন করিয়াছেন?

দ্বি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরকারি কার্য্যের একটা অনুসন্ধানের জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।

পা। সেই কার্য্য কি, তাহাই আমি জানিতে চাহিতেছি।

দ্বি। আজি কয়েক দিন হইল, নেটালি নাম্নী কোন ইংরেজ মহিলা একটি আবৃত পুলিন্দা রেজেষ্টরী করিয়া রেজেষ্টরী অফিসের সাহায্যে এই উপাসনা মন্দিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন?

পা। হাঁ, দিয়াছিলেন। আমি সংবাদ পত্রে পাঠ করিলাম, ঐ রমণী নাকি রসেল নামক কোন ইংরেজ কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অন্ততঃ রসেলের উপরে সেই অভিযোগ আরোপিত।

দ্বি। মহাশয়! সে সংবাদ সত্য।

পা। কেবল ঐ রেজেষ্টরীকৃত পুলিন্দা নহে,—সেই মহিলা কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার, কতকগুলি মূল্যবান কাপড়-চোপড় ও অনেক টাকা এই উপাসনা মন্দিরে দান করিয়া গিয়াছেন।

দ্বি। পুলিন্দাটি এখন কোথায় আছে?

পা। আমাদের এই উপাসনা মন্দিরেই আছে।

দ্বি। উহা আমাকে দেখাইতে কোন আপত্তি আছে কি?

পা। একটু আছে।

দ্বি। কি?

পা। সেই পুলিন্দার উপরে লেখা আছে, কেহ আগ্রহের সহিত দেখিতে না চাহিলে অর্থাৎ বিশেষ কার্য্যের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিতে চাহিলে তবেই ইহা খুলিয়া দেখাইবেন,—যতদিন ঐরূপ ঘটনা না হইবে, ততদিন ইহা কদাচ খোলা

না হয়; যে দিন এবং যে সময়ে ইহা খোলা হইবে, সে দিন যেন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে খোলা হয়, ইহা আমার অনুরোধ।

দ্বিজপদবাবু তাহা শ্রবণ করিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। 'অন্তিম অনুরোধ'! তবে কি নেটালি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তবে কি নেটালিকে কেহ হত্যা করে নাই;—তবে কি নেটালি আত্মহত্যা করিয়াছে? দ্বিজপদবাবু বলিলেন,—তাহার "অন্তিম অনুরোধ কি সম্পূর্ণরূপেই রক্ষিত হইবে?"

পা। নিশ্চয়ই।

দ্বি। পুলিন্দা খুলিবার জন্য আমি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছি, সুতরাং একটি অনুরোধ রক্ষিত হউক,—অপর অনুরোধ কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ পুলিন্দা খোলা। নিকটে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী আছে কি?

পা। আছে।

দ্বি। কোথায়?

পা। এই পাশের বাড়ীতে একজন সওদাগর সাহেব বাস করেন, তিনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

দ্বি। তাঁহাকে ডাকিলে বাধিত হইব।

পাদ্রীসাহেব একজন ভৃত্যকে সওদাগর সাহেবকে ডাকিবার জন্য আদেশ করিলেন।

ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং শীঘ্র সওদাগর সাহেবকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাদ্রী বলিলেন,—"আপনাকে আমাদের একটু বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ডাকিতে পাঠাইয়াছি।"

স। কি প্রয়োজন?

পা। কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমাদিগকে একটি পুলিন্দা খুলিতে হইবে,—আপনি অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, আপনার সম্মুখেই ঐ পুলিন্দা খুলিব।

সওদাগর সাহেব ব্যাপার জানিতে চাহিলেন। দ্বিজপদবাবু সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া, পাদ্রী সাহেবকে পুলিন্দা আনিতে অনুরোধ করিলেন।

পাদ্রীসাহেব নিজে উঠিয়া গিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে একটি পুলিন্দা আনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন! ম্যাজিষ্ট্রেট্ সওদাগর সাহেব নিজের পকেট বহিতে পুলিন্দাটির অবস্থা লিখিয়া লইলেন।—উহা উত্তমরূপে মোড়ক ও শিলমোহর করা,—এবং কভার সম্পূর্ণ ভাবে সুরক্ষিত ও রেজেষ্ট্রার সাহেবের শিল ও মোহরাঙ্কিত। তৎপরে উহা তাঁহার সমক্ষে, পাদ্রীসাহেবের সম্মুখে এবং পুলিসের দারোগা দ্বিজপদবাবুর সম্মুখে খোলা হইল।

পুলিন্দা খুলিয়া তাহার মধ্যে চারি ফর্দ্দ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে একটি কাহিনী লেখা আছে। প্রতি ফর্দ্দ কাগজেই তাঁহারা তিনজনে সহি করিলেন, এবং তারিখ অঙ্কিত করিলেন। তার পরে দ্বিজপদবাবু উহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পাঠ শেষ করিয়া দ্বিজপদবাবু বলিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ! আমি যদি পুনরায় এই মোকদ্দমার তদন্তে লিপ্ত না হইতাম, একটুর জন্যে দুইটি মানুষ হয়ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত! কি বিষম ভুল! কি ভীষণ মিথ্যা কথা!

তারপরে পাদ্রী সাহেবকে ও ম্যাজিষ্ট্রেট সওদাগর সাহেবকে অভিবাদনাদি করিয়া দ্বিজপদ বাবু বিদায় হইলেন।
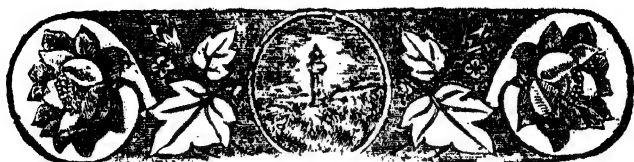
দশম পরিচ্ছেদ।

পুলিন্দা।

সেসনের মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে, জজবাহাদুর ও জুরিগণ লোহিত রঙ্গের পোষাক পরিধান করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়াছেন। প্রহরীগণ লালরঙ্গের পোষাক পরিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কৌন্সলি ও উকীলগণ বিচারকদিগের সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট, দর্শকগণ নিস্তব্ধে বসিয়া বিচার কার্য্য দর্শন করিতেছে।

প্রথমে একজন নরহত্যাকারীর বিচার হইল, তাহার সাক্ষী আদি সমস্ত প্রদত্ত হইলে বিচারকগণের মতে আসামী দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইল,—জজ্ তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তারপরে মিষ্টার রসেলের মোকদ্দামা উঠিল।

গভর্ণমেণ্টের কৌন্সলি বলিলেন,—"এই মোকদ্দামাটি একটু রহস্যজনক। ইহার আসামীদ্বয়কে সম্ভবতঃ অব্যাহতি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। পুলিস এই মোকদ্দামার প্রথমে যেরূপ প্রমাণ আদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আসামীদ্বয়কে দোষী বলিয়াই ধারণা করেন। তারপর, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও সেই সকল প্রমাণ পাইয়া আসামীদ্বয়কে সেসনে প্রেরণ করেন।"

বিচারক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এক্ষণে কি অন্যরূপ প্রমাণ হইয়াছে ?"

কৌ। আজ্ঞা হাঁ।

বি। কি প্রমাণ হইয়াছে।

কৌ। যে রমণীর মৃতদেহ পুলিস পুকুরের তীরে প্রাপ্ত হয়েন, সেই রমণী মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস নিজের কাহিনী নিজে লিপিবদ্ধ করিয়া উহা উত্তমরূপে শিলমোহর করিয়া রেজেষ্টরী অফিসে গিয়া রেজেষ্টরী করে, এবং রেজিষ্ট্রার সাহেবের হাতে দিয়াই উহা মার্কিন উপাসনা মন্দিরে পাঠাইয়া দেয়। মোকদ্দামা সেসনে আসার পর, ঐ সন্ধান পাইয়া পুলিস তাহা আনয়ন করেন,—উহা প্রথমে খুলিবার সময় একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ঐ পাদ্রী সাহেব এবং পুলিসের দারোগা উপস্থিত থাকিয়া খোলেন।

বি। ঐ পুলিন্দা ও তন্মধ্যস্থিত কাগজ এক্ষণে কোথায় ?

কৌ। আপনার সেরেস্তাতেই দাখিল হইয়াছে।

বিচারক সে কাগজগুলার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখি-লেন। তারপরে ম্যাজিষ্ট্রেট সওদাগর সাহেবকে সাক্ষী দিবার জন্য আহ্বান করা হইল। তিনি বলিলেন,—"ঐ পুলিন্দা আমার সাক্ষাতে প্রথমে খোলা হয়। যখন খোলা হয়, তখন সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল। যে কাগজ পুলিন্দার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেক ফর্দ্দে আমি, পাদ্রী সাহেব ও দারোগা বাবু তিনজনেই সহি করিয়াছি।

দাখিলি কাগজগুলি তুলিয়া দেখাইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—"এই আমাদের সহি, এই কাগজগুলিই ঐ আবৃত ও রেজেষ্টরীকৃত পুলিন্দার মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।"

পাদ্রী সাহেবও ঐরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, পুলিসের দারোগা দ্বিজপদ বাবুও সমস্ত খোলসা করিয়া বলিলেন।

তারপর নেটালি নিজে যে উহা প্যাক করিয়া রেজেষ্টারি করিয়াছিল, তাহার জন্য যাহারা রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকটে গিয়া তাহাতে সনাক্ত করিয়াছিল, তাহারাও সাক্ষ্য প্রদান করিল।

তখন মিষ্টার রসেলকে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"তুমি সেই রাত্রে এলিজাকে মদের সহিত একপ্রকার সাদা গুঁড়া মিশাইয়া দিয়াছিলে কি না?

র। হাঁ, দিয়াছিলাম।

কৌ। সে ঔষধ কোথা হইতে আনাইয়াছিলে?

র। স্মিথের বাড়ী হইতে।

কৌ। সে ঔষধ কে আনিয়াছিল?

র। আমার ভৃত্য গিয়া লইয়া আসিয়াছিল।

কৌ। সে কি ঔষধ?

র। সে, সোডি-বাই-কার্ব্ব। এলিজা বলিয়াছিল, তাহার রোজ রোজ বড় অম্ল হয়,—তাই শ্যাম্পেনের সঙ্গে সোডি-বাই-কার্ব্ব মিশাইয়া খাইতে দিয়াছিলাম।

কৌ। তুমি কি ডাক্তার?

র। না, আমি ডাক্তার নহি। আমারও অম্লের অসুখ হইয়াছিল, একজন লোক আমাকে ঐরূপ করিয়া খাইতে বলিয়াছিল, তাই খাইয়া আমার রোগ সারে, আমি এলিজাকেও ঐরূপ করিয়া খাইতে দিই।

কৌ। এলিজাকে তুমি বলিয়াছিলে, আমার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিতে পারিলে তোমাকে হাজার টাকা পুরস্কার দিব?

র। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

কৌ। সে কি কার্য্য ?

র। নেটালিকে আমার বশীভূত করিয়া দেওয়া।

কৌ। রোসেটি বলিয়াছে—আর একদিন এলিজাতে ও তোমাতে যে কথা হয়, তাহার মধ্যে অনেক কথায় নেটালিকে খুন করা বুঝায়।

র। সে কথা আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে রোসেটিকে বলিতে শুনিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কৌ। স্পেন্সার যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তুমি শুনিয়াছ ?

র। হাঁ, শুনিয়াছি।

কৌ। তিনি কি সব কথা সত্য বলিয়াছেন ?

র। হাঁ, সব সত্য বলিয়াছেন।

কৌ। তুমি সেই মাকিন যুবককে তাড়াইতে চাহিয়াছিলে, সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলে কি ?

র। না।

কৌ। কেন ?

র। সে রোগে পড়িয়াছে জানিয়া আর কিছুই করি নাই।

বিচারক আর কিছুই শুনিলেন না। রোসেটিকে ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধ করিয়া মিষ্টার রসেল ও এলিজাকে বেকসুর খালাস দিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রোসেটিকে ফৌজদারির আসামী করিলেন। দ্বিজপদ বাবু হার্ব্বার্টকে সাক্ষীস্থলে দাঁড় করাইলেন। সে সত্য কথা বলিল। রোসেটির তিন বৎসরের জন্য কারাবাসের আদেশ হইল।
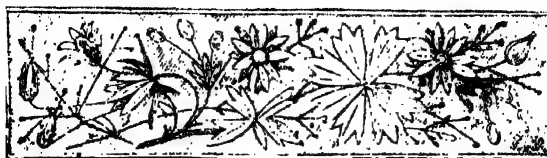
একাদশ পরিচ্ছেদ।

নেটালির কাহিনী।

পুলিন্দাবৃত নেটালির কাহিনী যাহা জজ সাহেবের আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল,—সে অতি সুন্দর ও প্রেমপূর্ণ কাহিনী। তৎপরদিবসের সমস্ত সংবাদ পত্রে সে কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে কাহিনী লইয়া কয়েক দিন সহরে খুব আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছিল। কাহিনীটি এইরূপ ;—

আমার নাম নেটালি। সহরের অপবিত্র পল্লীতে আমার জন্ম। আমার সৌন্দর্য্য ছিল,—সৌন্দর্য্যের গৌরব ছিল। আমি আমার দেহকে লইয়া নানাবিধ হাব ভাব করিতে পারিতাম, তাই এই সহরের প্রায় সকল চিত্রকরই আমাকে চিত্রাদর্শ করিয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ে আমি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতাম।

আমি হতভাগিনী। হতভাগিনীর জীবনের কাহিনী জানাইবার কোন কারণ ছিল না। তবে চিত্রবিদ্যাবিশারদগণ আমার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে লইয়া অনেক ঘাঁটিয়াছেন, আমাকে অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন,—যদি কেহ আমাকে কখন খোঁজেন,—আর আমার আত্মহত্যা লইয়া পুলিস যদি কাহাকেও জড়াইয়া

লইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার জন্য সচেষ্ট হয়েন, তাই আমার কাহিনী আমি লিখিয়া রাখিয়া গেলাম।

* * * নম্বর পার্ক ষ্ট্রীটে একখানা বড় বাড়ী আছে, তাহাকে লোকে ব্যারাক বলে। ঐ ব্যারাকে অনেক লোক ভাড়া দিয়া বাস করে। সেই বাড়ীতে অনেকগুলি চিত্রকরও বাস করেন,—তাই আমি প্রায়ই সে বাড়ীতে যাইতাম। এত গ্রীষ্মের পর, যখন সকল চিত্রকরগণ আসিয়া ঐ বাড়ীতে তাঁহাদের বাসায় আসিয়া জুটেন, সেই সময় আমি একদিন সে বাড়ীতে যাই। উদ্দেশ্য, কেহ যদি আমার চিত্র আঁকিয়া কিছু টাকা দেয়।

সেদিন রাত্রে সেখানে গিয়াছিলাম। সেদিন এক মার্কিন যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। শুনিলাম, মার্কিন যুবকও চিত্রকর। জানি না, কেন মনে মনে এক আশা ও আকাঙ্ক্ষা হইল, মার্কিন যুবক আমার একখানি চিত্র অঙ্কিত করেন।

কিন্তু সেদিন আর সে সম্বন্ধে কোন কথোপকথন হইল না। তারপরে আরও কয়দিন কাটিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে আমি চৌরঙ্গির কোন এক চিত্রকরের কক্ষ হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময় দেখিলাম, চিরবস্ত্র পরিহিত ক্ষীণদেহ সেই মার্কিন যুবক সেই পথে দাঁড়াইয়া আছে। আমার বোধ হইল, যুবক যেন আমারই প্রতীক্ষায় সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম, যুবকের হৃদয় দ্রুত স্পন্দন হইতেছিল। সে, আরও কয়েকপদ আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিনম্র অথচ কাতরস্বরে বলিলেন,—আমি আপনার নিকট একটা ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি। আমারও হৃদয় দ্রুত কাঁপিয়া উঠিল। বলিলাম,—কি বলুন?

মার্কিন যুবক একটু স্বতন্ত্র রকমের। যেমন সরল উক্তি, তেমনই নম্র প্রকৃতি। তিনি বলিলেন,—আমি শুনিয়াছি, আপনি চিত্রকরদিগের চিত্রাদর্শ। প্রভূত অর্থ দিয়া তাহারা আপনার আদর্শানুরূপ চিত্র অঙ্কিত করে। আমার বড় সাধ, আমি একবার আপনার চিত্র অঙ্কিত করি। যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি,—সেদিন দেখিয়াছি—এখনও দেখিতেছি—আপনার মুখে এক দিব্য শ্রী। সেই দিন হইতে এই অদম্য বাসনা অহোরাত্র আমায় অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু আমি বড় দরিদ্র। অর্থ দিবার আমার আদৌ ক্ষমতা নাই। কেবল আমি আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছি,—যদি দয়া করিয়া আমার ঘরে যান, যদি তুলিতে আপনার ঐ মোহিনী প্রতিমার আদর্শ তুলিয়া লইবার অবকাশ আমায় দেন, দরিদ্র আমি—আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। ভিক্ষা ভিন্ন দরিদ্রের উপায়ান্তর কি?

তাঁহাকে দিয়া ছবি তুলাইতে আমারও কেমন সাধ হইয়াছিল,—বলিলাম, কাল যাইব।

ঠিক তাহার পর দিবস যুবকের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম, কক্ষটি প্রকৃতই দারিদ্রের পরিচায়ক। এক কোণে একখানি ছোট টেবিল, আর কোণে একখানি ছোট লৌহ খাট. ক্ষুদ্র গবাক্ষের সম্মুখে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর চিত্রোপকরণ সজ্জিত। আমি যুবকের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম—সে মুখে দারিদ্র্যজনিত সঙ্কোচ বা বিষাদের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইতেছিল না। পরন্তু উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও আগ্রহভরে তাহা অধিকতর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কিন যুবক সম্ভাষণান্তর আমাকে বলিল,—দ্বারে আঘাতের শব্দ পাইয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আপনিই আসিয়াছেন।

আমি বলিলাম,—আপনি কি নিশ্চয় জানিতেন, আমি আসিব? তিনি বলিলেন,—আপনি যে বলিয়াছিলেন,—আপনি আসিবেন।

তারপর, তিনি আমাকে যথাস্থানে বসাইলেন এবং চিত্রোপকরণ সংগ্রহ করিয়া আপনিও বসিলেন। যুবক নির্ব্বাক্, অভিভূত ও আত্মাহারা,—অনেক চিত্রকরকে চিত্র করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ধ্যানমগ্ন হইতে কাহাকেও দেখি নাই। আমার বোধ হইল, যুবক যে কেবল রুদ্ধবাক্, তাহা নহে; চিত্রের চিন্তা ব্যতীত তাহার অন্য সমুদায় চিন্তাস্রোত যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কপোলযুগল আরক্ত, কৃষ্ণতার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত,—নাসারন্ধ্রে ক্বচিৎ নিঃশ্বাস পতন হইতেছিল। যতবার যুবক ফিরিয়া ফিরিয়া আমার দিকে চাহিতেছিলেন, ততবারই আমি অন্তরের মধ্যে কেমন একটা কম্পন অনুভব করিতেছিলাম! কতবার তিনি বর্ণলিপ্ত তুলিকা হাতে তুলিয়া লইলেন, কিন্তু রেখাপাত পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার নিজের হীন নয়নদ্বয় আমার মুখের উপর সংন্যস্ত।

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, কেমন যেন উপসর্গ হইল, আমি বলিয়া ফেলিলাম,—আপনি অমন করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া আছেন কেন? আমার কথায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ললাট হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া ঈষৎ সঙ্কোচনম্রস্বরে বলিলেন,—আমি যাহা চিত্রিত করিবার সঙ্কল্প

করিয়াছি, সে ভাব সর্ব্বক্ষণ আপনার মুখে দেখিতে পাইতেছি না। এক একবার দেখিতেছি, আবার হারাইয়া ফেলিতেছি। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাকে সেই অবসরের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইতেছে। আপনার ঐ অতুলনীয় বাহ্য সৌন্দর্য্য—ঐ অনুপম মুখশ্রী আমার চিত্রের বিষয় নহে। আমি চিত্রিত করিতে চাহি, আপনাতে আপনার অন্তরশ্রী।

আমি হাসিবার চেষ্টা করিলাম, হাসি আসিল না। বলিলাম, আমার অন্তরশ্রী! মহাশয়! ঐটি করিবেন না, ইহাতে আপনার কোন লাভের সম্ভাবনাই নাই। এই দেহ, এই কেশ জাল, এই চক্ষু—যাহা সকলেই প্রশংসা করে—আপনি তাহাই চিত্রিত করুন।

যুবক হাসিয়া বলিল,—আপনার অন্তরের যে সৌন্দর্য্য আপনার মুখে পাইতেছি, ইহা দেবীদুর্ল্লভ।

তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। চিত্রাঙ্কনে নিবিষ্ট হইলেন। তারপরে যাহা স্কেচ করিলেন,—আমি তাহা দেখিলাম। দেখিয়া বলিলাম, ও কিছুই হয় নাই!

তিনি যেন বিমর্ষ হইয়া বলিলেন,—"এখনও কিছুই হয় নাই। আর কয়েক দিন পরে দেখিবেন।"

আ। অনেকে আমাকে আঁকিয়াছে, অনেকে আমার চিত্রের স্কেচ করিয়াছে—কিন্তু অমন নহে, অন্য প্রকার

যু। আমি বলিয়াছি,—অন্যে যাহা আঁকিয়াছে, আমি তাহা আঁকি নাই। আমি যাহা আঁকিয়াছি, অন্যে তাহা আঁকিয়াছে কি না জানি না।

সেদিন আমি বিদায় হইলাম। যুবক বড় ভদ্র,—আমার

সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত আসিলেন। আমি গাড়ীতে উঠিলাম, তবু তিনি একদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি চলিয়া গেলাম,—সমস্ত দিনই যেন আমি দেখিতে লাগিলাম, তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

চিত্র দেখিতে সাত আট দিন পরে তাঁহার বাসায় গেলাম। আমাকে বহু সমাদরে উপবেশন করাইয়া চিত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন।

চিত্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যতক্ষণ আমি চিত্রখানি চাহিয়া দেখিতেছিলাম, উৎকণ্ঠিত চিত্তে তিনি আমার মুখপানে চাহিয়া ছিলেন। চিত্র দর্শন মাত্রে আমার এক বিস্ময় উপস্থিত হইল, এবং ললাট ও কপোলযুগল ঘামিয়া পড়িল। আমি তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—আপনি আমাকে উপহাস করিতেছেন, এ চিত্র সম্যক্ ব্যর্থ হইয়াছে।

সহসা আহত হইলে লোকে যেমন কাঁপিয়া উঠে, তিনিও তেমনি কাঁপিয়া উঠিলেন। একটু হটিয়া গিয়া বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া বলিলেন,—আমি—আমি আপনাকে উপহাস করিতেছি? এ চিত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে?

আমি পুনরায় চিত্র দর্শন করিয়া বলিলাম,—এ মুখ আমার বটে, কিন্তু আমাতে যাহা নাই, তাহাই আপনি ইহাতে প্রতিফলিত করিতেছেন। এ যে মহিমাময়ী রমণীর প্রতিকৃতি! এ চিত্রে যে দেবীভাব প্রতিফলিত! আমার পক্ষে এ চিত্র কি বিদ্রুপাত্মক নয়? স্বপ্নাবিষ্ট বিমূঢ়ের ন্যায় তিনি আমার চিত্র পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, ইহা সত্য সত্যই আপনার মুখে আমি ঐ ভাব উদ্ভাসিত দেখিয়াছি।

আমি বলিলাম,—এ পর্য্যন্ত কোন চিত্রকর এভাব আঁকে নাই, আমার হৃদয়েও ও ভাব নাই, আমার প্রতি উপহাস করিবার জন্যই বুঝি উহা আঁকিয়াছেন ?

তিনি বলিলেন,—আপনি উপহাস মনে করিবেন না। আপনাতে ঐ ভাব না দেখিলে উহা আঁকিতে কখনই আমার সাধ্য হইত না !

আমি চলিয়া গেলাম। কিন্তু তাঁহাকে ভুলিতে পারিলাম না। ছুতা-নতা করিয়া প্রায় রোজই তাঁহার কক্ষে আসিতাম। স্পেন্সার প্রভৃতি যত চিত্রকর সে বাড়ীতে ছিল, সকলেই আমার পরিচিত,—সকলেই আমাকে ঐ জন্য ঠাট্টা করিত। কিন্তু আমি আর তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না।

একদিন তাঁহার গৃহে গিয়া দেখি, তিনি বড় কাতর। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, আজি পাঁচ দিন হইল তাঁহার আমাশয় রোগ হইয়াছে—এতদিন চাপা ছিল, এখন একটু বাড়িয়াছে। তার পরে বলিলেন, নেটালি ! সেদিন পথের মধ্যে একটি লোককে দেখিলাম, সে মুমূর্ষু—তাহার কেহ নাই, পথে পড়িয়া ছট্‌ফট করিতেছে। আমারও কেহ নাই—যদি মরি—মরিবার আগে কে দেখিবে ? সেই সময় তোমার করুণ হস্তের কথা মনে করিতে পারি কি ? আমি বলিলাম—নিশ্চয়।

আমি কখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতাম না। মার্কিন যুবক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, মার্কিন উপাসনালয়ে গমন করিতেন। জানি না, কেন এবং কিসের টানে আমিও সেই উপাসনালয়ে যাইতে আরম্ভ করিলাম। ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে পারি নাই, তবে সেখানে গেলে প্রাণটা যেন একটু শীতল হইত !

একদিন রাত্রে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম, যুবক অত্যন্ত কাতর। শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন—তলপেটে অত্যন্ত জ্বালা ও ভারি জ্বর। ঘরে একটু আগুন পর্য্যন্ত নাই! আমার বড় দুঃখ হইল—আমি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ডাক্তার একে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু রোগ আরামের পথে গেল না।

তিনি আমায় ডাকিয়া তাঁহার হাতের উপরে আমার হাত খানি রাখিয়া বলিলেন,—নেটালি, আমি বাঁচিব না। তুমি আমার জন্য অনেক করিয়াছ, আর রাত্রি জাগিও না। তোমার অসুখ করিবে।

আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না। তিনি পুনরায় বলিলেন,—চিত্রখানি সারিয়া যাইতে পারিলাম না। এখনও বাকি আছে,—আমার জীবনে ইহা হইতে দুঃখ আর নাই।

তার পর দিবস মধ্যরাত্রে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছি, ডাকিলে আর উত্তর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন,—যাক্, সুখে মরিতে পারিব। চিত্রখানি যে সারিতে পারিয়াছি, আমার জীবনের ইহাই শেষ কাজ!”

আমি ভাবিলাম, তাহার বুঝি জ্ঞান হইল। ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না। সেই দিনই শেষরাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল।

খরচ পত্র করিয়া সামর্থ্য মতে তাহাকে কবর দিলাম। তার পর রাত্রে আবার সেই শূন্য গৃহে একবার গমন করিলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, বাড়ী নিশুতি—নিস্তব্ধ।

দেখিলাম, শূন্য কক্ষ, শূন্য শয্যা। কেবল চিত্রাধারের উপর চিত্রপট-খানি যেন স্থির কটাক্ষে আমার পানে চাহিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে!

আমার সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া বহিতে লাগিল। চিত্রপানে চাহিয়া আতঙ্ক হইতে লাগিল। আমি করযোড় করিয়া চিত্রের নিকট বলিলাম,—আমাকে আর তিরস্কার করিও না। আর কেন অমন ভৎসনার দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া আছ? তুমি বুঝিতেছ না, আমি সমগ্র জীবনের অর্জ্জিত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

আমি ফিরিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, শুভ্র আচ্ছাদনাস্তৃত শূন্য শয্যার উপর স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মি খেলা করিতেছে। আমি কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া একবার সেই শূন্য শয্যার পানে চাহিয়া দেখিলাম,—তার পর বাড়ী চলিয়া গেলাম। কেহ ইহা জানিল না,—কেহ শুনিল না।

তার পর সারারাতি বসিয়া এই কাহিনী লিখিয়া মোড়ক করিলাম এবং তৎপর দিবস রেজেষ্টরী করি। একটু বিষ সংগ্রহ করিলাম। তৎপর দিবস একখানা গাড়ীভাড়া করিয়া বিষটুকু সঙ্গে লইয়া তাহাতে উঠিলাম,—গাড়োয়ানকে ভবানীপুর পুকুরের ধারে গাড়ী চালাইতে আদেশ করি। আমার আশা, আমি সেইস্থানে এই পাপদেহ রাখিব—সেইস্থানেই আমি প্রথম রূপ বিক্রয় করি।

তৎপরে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া অহিফেন খাইব,—এবং বিষ-জর্জ্জরিত দেহ লইয়া ঐ পুকুরের ধারে শয়ন করিব। সঙ্কল্প হইতে আমাকে কেহই বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

তিনি যে দেশে গিয়াছেন, আমি কি সে দেশে যাইতে পারিব না? তিনি আমাকে যেমন করিয়া আঁকিয়াছেন, এ পাপের দেহ পরিত্যাগ করিলে তেমন করিয়া কি তাঁহাকে দেখা দিতে পারিব না।